মায়া-কানন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

[illegible]ন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]জনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ ; দ্বিতীয় মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৫০ ;
তৃতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৫৫

মূল্য এক টাকা চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকা
৫—১৮।৮।১৯৪৮

ভূমিকা

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মধুসূদন অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন এবং নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও পুস্তক-রচনার দ্বারা আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সময়ে (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে) কলিকাতার সুবিখ্যাত সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। মধুসূদনের নিকট শরচ্চন্দ্রের যাতায়াত ছিল। তাঁহারই অনুরোধে মধুসূদন উক্ত থিয়েটারের জন্য দুইখানি নাটক ('মায়া-কানন' ও 'বিষ না ধনুর্গুণ') রচনা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। রচনার পারিশ্রমিক অগ্রিম পাওয়াতে মধুসূদনের উপকার হইয়াছিল। রোগশয্যায় মধুসূদন 'মায়া-কাননে'র খসড়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন; 'বিষ না ধনুর্গুণ' রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই মাত্র জানা যায়।

'জীবন-চরিত'কার লিখিয়াছেন, 'মায়া-কানন' সমাপ্ত হয় নাই। কিন্তু প্রথম সংস্করণের পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" হইতে জানা যায়, মধুসূদন রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম খসড়া মার্জ্জিত করিতে পারেন নাই।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মায়া-কানন' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল ১৪ মার্চ ১৮৭৪। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১১৭; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:

> মায়া-কানন / মাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ / ও / শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র / কলিকাতা,— মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮। / সম্বৎ ১৯৩০। /

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত পীড়িত-শয্যায় শয়ন করিয়া "মায়াকানন" নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। -স্বরঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশে আমরাই তাঁহাকে দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক -রিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদনুসারে তিনি "মায়াকানন" নামে এই ...নুর্গুণ" নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা ...গার অগ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া এবং পীড়াকালীন স... উভয়ে ঐ দুই নাটকের অধিকারিত্ব স্বত্ব ও বঙ্গরঙ্গভূমে ক্রয় করিয়াছি।

...নামলব্ধ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর অক্ষরে মায়াকানন মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল। গ্রন্থকারের জীবনকালের মধ্যে এখানি প্রকাশ

করিতে পারা গেল না, বড় আক্ষেপ থাকিয়া গেল। মায়াকানন বিয়োগান্ত নাটক; ইহার অন্তর্গত করুণ রস পাঠ করিয়া কোন ক্রমে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পরিশেষে স্বীকার্য্য যে, সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। "বিষ না ধনুর্গুণ" সমাপ্ত করিয়া শীঘ্র প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ।
শ্রীঅখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশক।

কলিকাতা।
পৌষ,—১২৮০।

নগেন্দ্রনাথ সোম 'মধু-স্মৃতি' পুস্তকের ৫২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "মায়াকানন লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট প্রথম রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন।" আরও কেহ কেহ এই উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেঙ্গল থিয়েটারে 'মায়া-কাননে'র প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,' (৩য় সংস্করণ), পৃ. ১৩৮ দ্রষ্টব্য।

মায়া-কানন

[১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

বৃদ্ধ রাজা	...	সিন্ধুদেশাধিপতি।
অজয়	...	সিন্ধুর রাজকুমার, শেষ রাজা।
সিন্ধুরাজমন্ত্রী।		
ধূমকেতু	...	গুর্জ্জরদেশের রাজা।
গুর্জ্জররাজমন্ত্রী।		
ভীমসিংহ	...	গুর্জ্জররাজের সেনানী।
রামদাস	...	অরুন্ধতীর শিষ্য।
আত্মা	...	মৃত সিন্ধুরাজের আত্মা।
বৃদ্ধ	...	বিচারার্থী।
মদন	...	ঐ বৃদ্ধের কন্যা সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী।
নৃসিংহ	...	ঐ

দৌবারিক, নাগরিক, পার্শ্বচর, বীর পুরুষ, পঞ্চালের দূত, গুর্জ্জরের দূত, রক্ষক, মধুদাস, মাতাল ও ঢুলী ইত্যাদি।

স্ত্রী।

ইন্দুমতী	...	গান্ধারের পদচ্যুত রাজা মকরধ্বজের কন্যা।
শশিকলা	...	সিন্ধুরাজের কন্যা।
সুনন্দা	...	ইন্দুমতীর সখী।
কাঞ্চনমালা	...	শশিকলার সখী।
অরুন্ধতী	...	তপস্বিনী।
সুভদ্রা	...	বিচারার্থী বৃদ্ধের কুমারী কন্যা।

মায়া-কানন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতাবৃত পথ ;—পশ্চাতে সিন্ধুনগর,—সম্মুখে মায়াকানন।

(ইন্দুমতী এবং পুষ্পপাত্র ও ধূপদান হস্তে সুনন্দার ছদ্মবেশে প্রবেশ)

ইন্দু। সখি! ঐ কি সেই মায়াকানন ?

সুন। হাঁ রাজকুমারি !

ইন্দু। হা, ধিক্ সখি! তোর কি কিছুই জ্ঞান নাই ? আমাদের কপালগুণে বিধাতা কি তোরেও একেবারে জ্ঞানহারা করেছেন ?

সুন। কেন ?

ইন্দু। কেন ?—কেন কি ? আমি রাজকুমারী,—এমন কি, রাজ-রাজেন্দ্রকুমারী ;—তবুও এ অবস্থায় আমারে ওরূপ সম্বোধন করা আর কি সাজে ? তুই কি কিছুই বুঝিস্ না ?

সুন। (ক্ষুণ্ণমনে) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল ? সখি! পোষা পাখী একবার যা শিখেছে, সে কি আর সহজে তা ভুলতে পারে ? কখনো না কখনো সে কথা তার মুখ দিয়ে অবশ্যই বেরিয়ে পড়ে। তা সখি! এ বিজন দেশে এমন কে আছে যে, আমাদের এ কথা শুনলে অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা ?

ইন্দু। সুনন্দা! এখানে কেউ থাক্ আর না থাক্, প্রতিধ্বনি ত আছে ; আর আমাদের এখন এমনি অবস্থা যে, প্রতিধ্বনির কাণেও ও কথা তোলা অনুচিত। তা দেখিস্, তুই যেন সতত সতর্ক থাকিস্। এখন বল্ দেখি,—ঐ কি সেই মায়াকানন ? তা ওখানে গেলে আমাদের কি ফল লাভ হবে ?—আর তুই ও সম্বন্ধে কি কি শুনিছিস্ ?

সুন। সখি! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী আমারে বারংবার বলেছেন যে, "ঐ মায়া-কাননে এক পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি আছে।—যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই সুলগ্নে যদি কোনো পবিত্র-স্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখ্‌তে পায়।"—আর আজ প্রাতঃকালে তপস্বিনী আমারে বলেছেন, "অদ্য দিবা দুই প্রহরের পর সেই শুভ লগ্ন।"

—তা আমার এই বাসনা যে, ঐ সুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি আছে!

ইন্দু। সখি! এ কথাতে কি কখনো বিশ্বাস হয়?

সুন। বল কি সখি! তবে অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী? না দৈব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা?

ইন্দু। তা নয় সখি!—তবে কি, সে সব কথা শুনলে আমার মনে ভয় হয়। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে যে কি আছে, তার অনুসন্ধান করা অনুচিত কর্ম্ম। বিধাতা যখন ভবিষ্যৎকে গূঢ় আবরণ দিয়ে আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত করে রেখেছেন, তখন সে আবরণ উত্তোলন কত্তে চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত?

সুন। তা যা হোক্ সখি, তুমি এখন চলো।

ইন্দু। সখি! আমার পা যেন আর চলে না। এই দেখ, আমার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে। তুই কেন আমারে এ বিপদে ফেলতে এনিছিস্?

সুন। সখি! আমি কি তোমার শত্রু?—তুমি এই জেনো যে, তোমার সঙ্গে যাঁর বিবাহ হবে, অবশ্যই আজ তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। তুমি রাজনন্দিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে?

ইন্দু। সখি! কি বল্লি?—আমার বিবাহ? আমার বর?—যম!—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যেমন যদুপতি বাসুদেব রুক্মিণী দেবীকে হরণ করেছিলেন, তেমনি মৃত্যুপতি কৃতান্ত যদি এ দাসীরে শীঘ্র শীঘ্র হরণ করেন, তবেই আমি বাঁচি! (সজল-নয়নে) এ জীবনে কি আমার আর সুখ ভোগের বাঞ্ছা আছে?—তাও কি তুমি মনে কর সখি? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

সুন। (সজলনয়নে) সখি! কেন তুমি আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যাতনা দেও! বার বার তুমি আর ও সকল কথা বলো না। বিধাতা কি তোমারে চিরদিন এই অবস্থায় রাখবেন?—তা এখন চলো, এই সেই কাননের দ্বার।

(উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ)

সখি! ঐ দেখ, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! আর এটি কি মনোরম কানন!—এ যে দেবস্থান, তার আর কোন সন্দেহ নাই। (করযোড় করিয়া দেবী-মূর্ত্তির প্রতি) দেবি! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ;—আমার এ সখী যে কে, তা আপনি অবশ্যই জানেন। আর আমরা যে, কি অভিলাষে আপনার শ্রীচরণ-সন্নিধানে এসেছি, তাও আপনার অবিদিত নয়। প্রার্থনা করি, একটি বার ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করুন!—(ইন্দুমতীর প্রতি) দেখ সখি! ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবেন না। দেবতারা কখনই অকৃত্রিম ভক্তি অবহেলা করেন না। তা তুমি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।

ইন্দু। সুনন্দা! তুই কেন আমারে এখানে নিয়ে এলি?—আমি যে দাঁড়াতে পাচ্চি না,—আঃ!—আমার মন এমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, আমি এখান থেকে যেতে পাল্লেই বাঁচি।—তা তুই আয়, আমরা দুজনে পালাই। এই ভয়ঙ্কর পর্ব্বত-কাননে কত যে হিংস্র জন্তু আছে, তা কে বলতে পারে? আমরা দুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই,—আয় আমরা পালাই;—আমার হৃৎকম্প হচ্চে!

সুন। বল কি সখি! এ মহাদেবীর সম্মুখে কি কোন হিংস্র জন্তু সাহস করে আসতে পারে? তা এখন তুমি এই পুষ্প লয়ে দেবীকে অঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।—হয়ত এর পর সে শুভ লগ্ন অতীত হয়ে যাবে।

ইন্দু। সখি! আমার মন চায় না যে, আমি এ বিষয়ে হাত দিই। তোকে আমি বার বার বলেছি, ভবিষ্যৎ বিষয় জানবার চেষ্টা করা অজ্ঞানের কর্ম্ম। সে চেষ্টা কত্তেই নাই।

সুন। সখি! তুমি এত ভয় পাচ্চো কেন? এ তো তোমার স্বভাব নয়। এই নাও, ফুল নাও।

(পুষ্প প্রদান)

ইন্দু। সুনন্দা! দেখিস্, আমারে যেন কোনো বিষম বিপদে ফেলিস্ নি। (দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া) দেবি! যদি জনরব সত্য হয়, তবে আপনি আমার ভাবী পতিকে আমার দর্শনপথে উপস্থিত করুন, আর যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ না থাকে,—(আকাশে বজ্রধ্বনি) সুনন্দা!—সুনন্দা!—এ কি সর্ব্বনাশ! ইস্!—ইস্! বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছেন! উঃ! কাননের বৃক্ষশাখা-কম্পনে যেন ঝড় উপস্থিত হলো! বোধ হচ্চে, ভগবতী বনদেবী আমার উপর প্রসন্ন নন!—সুনন্দা! তুই আমাকে ধর্, আমি আর দাঁড়াতে পারি নি! (সুনন্দা ইন্দুমতীকে ধারণ করিয়া উপবেশন)

সুন। ভয় কি?—ভয় কি? ভগবতী ব-দেবীই আমাদের এ সঙ্কটে রক্ষা কর্‌বেন!

ইন্দু। আর বনদেবী!—আমরা এ কাননে প্রবেশ করে বনদেবীর কাছে অপরাধিনী হয়েছি! আমার বোধ হচ্চে, তিনিই আমাদের পাপের প্রতিফল দিতে উদ্যত হয়েছেন! আমি ত তোকে প্রথমেই বলেছিলেম যে আমাদের এ কাননে আসাই অনুচিত হয়েছে!—হায়! কেন যে, অরুন্ধতী দেবী তোরে অমন কথা বলেছিলেন, তা আমি এখনো বুঝ্‌তে পাচ্চি না। যা হোক্,—যা হয়েছে তা হয়েছে, আর অধিক ক্ষণ এখানে থেকে দেবতাদের কোপ বৃদ্ধি করা উচিত নয়;—তা চল্ আমরা শীঘ্র পা—(নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ও মা! এ আবার কি?

সুন।—হাঃ হাঃ হা!—তোমার বর আসছেন আর কি?—ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কি মিথ্যাবাদিনী?—(নেপথ্যে পদশব্দ)

ইন্দু। (সচকিতে) সখি! কে যেন এক জন এ দিকে আসছে! কি আশ্চর্য্য! এ দেবমায়া ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।—শুনেছি, এই সব নির্জ্জন প্রদেশে সর্ব্বদাই দেবদৈত্যদের গতিবিধি, হয়ত তাঁদেরই কেউ হতে পারে। তবেই ত আমরা গেলেম। আয়, আমরা দেবীর পশ্চাতে লুকুই। (পশ্চাতে লুকাইয়া করযোড়ে দেবীর প্রতি সকরুণ ভয়ে) হে বনদেবি!—হে মাতঃ!—এ বিপদে আপনি আমাদের রক্ষা করুন!

(মৃগয়াবেশধারী রাজকুমার অজয়ের প্রবেশ)

অজয়। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! বরাহটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথা পালালো? এই না সেই মায়াকানন?—লোকে বলে, এই কাননে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা আছেন,—সূর্য্যদেবের কন্যারাশিতে প্রবেশকালে সেই বনদেবীর পদে শুদ্ধচিত্তে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কল্লে পুরুষ আপন ভাবী পত্নীকে আর স্ত্রী আপন ভবিষ্যৎ স্বামীকে সম্মুখে দেখ্‌তে পায়।—(সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) বা! ঐ যে! আমার সম্মুখেই সেই পাষাণময়ী দেবী রয়েছেন! আর ওঁর পদতলে পুষ্পরাশিও বিকীর্ণ দেখতে পাচ্চি!—এই যে!—এ দিকে পুষ্পপাত্রে আরও অনেক ফুল সাজানো রয়েছে!—এ সব কে রাখ্‌লে? এই বিজন অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সঞ্চার নাই!—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাও ত বটে! আজি যে রবিদেব কন্যার সুবর্ণমন্দিরে প্রবেশ কর্‌বেন!—সেই জন্যেই বা কোনো অজ্ঞাতভাগ্য পরিণয়াকাঙ্ক্ষী এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে গিয়েছে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) তা বেশ ত! আমিও কেন এই লগ্নে ভগবতীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি না। সেই-ই ভাল।—(পুষ্প গ্রহণ করিয়া) হে বনদেবি! হে করুণাময়ি! যদি আমার ভাগ্যে বিবাহ থাকে, তবে যিনি আমার ভাবী পত্নী হবেন, দয়া করে তাঁরে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুন। আপনার প্রসাদে যাঁরে আমি এ স্থানে দেখ্‌তে পাবো, এ জন্মে তাঁরে ছেড়ে অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণ কর্‌বো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

(পুষ্পাঞ্জলি প্রদান)

সুন। (ইন্দুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া সকৌতুকে) সখি! এখন আমারো বড় ভয় হচ্চে।—(রাজপুত্রকে নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ যে যুবা পুরুষটি দেখ্‌চো,—বিলক্ষণ জেনো, উনিই তোমার স্বামী। এখন দেখ্‌লে ত বনদেবীর কি অপূর্ব্ব মহিমা!

ইন্দু। (কপট ক্রোধে) সুনন্দা! তুই চুপ কর্। তোর কি একটুও লজ্জা

নাই ?—ঐ মৃগয়াবেশী যে কে, তা ত আমরা জানি না।—দেখ্‌, ওঁর হাতে অস্ত্র আছে। হয়ত আমাদের দুজনকেই উনি বিনাশ কত্তে পারেন !

সুন। (সহাস্যে) সখি! আমার আর সে ভয় নাই। উনিই এই সিন্ধুদেশের যুবরাজ। আমি ওঁরে অনেক বার দেখিছি।

অজয়। (পরিক্রমণপূর্ব্বক উভয়কে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি? এঁরা কে?—দেবী কি মানবী?—আহা! কি অপরূপ রূপমাধুরী!—দেবকন্যাই বোধ হচ্চে।—নতুবা এমন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন বনস্থলীতে মানবকুল-সম্ভবা এতাদৃশ মনোহর কমলিনী কি প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব? (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) হাঁ, তাও ত হতে পারে! আমার পূজায় সুপ্রসন্ন হয়েই ভগবতী বনদেবী এই দুটি রমণীকে এখানে উপস্থিত করেছেন। এঁদেরি মধ্যে একটিই আমার হৃদয়তোষিণী হবেন। (করযোড়ে দেবীর প্রতি) হে বনদেবি! মা! তোমার কি অচিন্ত্য মহিমা! তোমাকে শত বার প্রণাম করি! যদি আমার অনুমান অসত্য না হয়, তা হলে এই দুটি রমণীর মধ্যে যেটি উষা-পদ্মিনীর ন্যায় সলজ্জায় ঈষৎ ফুল্লমুখী, সেইটিই অবশ্য এই সিন্ধুরাজপুরের পাটেশ্বরী হবেন। দেবি! যদি তোমার শ্রীচরণকৃপায় ভাগ্যক্রমে আমার ঐ অমূল্য স্ত্রীরত্ন লাভ হয়, তা হলেই আমার জীবন সার্থক! (আকাশে বজ্রনাদ) এ কি? এমন শুভ সময়ে এ অশুভ লক্ষণ কেন?—তবে কি দেবী আমার প্রতি সুপ্রসন্ন নন!—আর তাই বা কেমন করে বলি! প্রসন্ন না হলে এমন সুদুর্লভ স্ত্রীরত্ন আমার সম্মুখে উপস্থিত কর্‌বেন কেন?—তবে হয়ত বজ্রই অনুকূল হয়ে আমার আশাবাক্যের পোষকতা কল্লে।—(অগ্রসর হইয়া সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! আপনারা কে?—আর এ অসময়ে এই বিজন বিপিনেই বা কি জন্যে?

সুন। (করযোড়ে) রাজকুমার! প্রণাম করি। ইনি—

ইন্দু। (জনান্তিকে ভ্রুকুটীভঙ্গী করিয়া) সুনন্দা! তোর কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই?

সুন। (জনান্তিকে সসম্ভ্রমে) সখি! আমার অপরাধ হয়েছে; বল দেখি, এখন কি পরিচয় দিই?

ইন্দু। (জনান্তিকে) বল্‌, আমরা বণিক্‌-কন্যা, এই দেশেই বসতি।

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছো না কেন?

সুন। রাজকুমার! আমরা বেণের মেয়ে। আপনার পিতার রাজ্যেই আমাদের বাস।

অজয়। ভদ্রে! বোধ হয়, তুমি আমায় বঞ্চনা কচ্চো। তোমার সঙ্গিনী কখনই বণিক্‌দুহিতা নন। তুমি হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করে অকপটে বল, ইনি কে?

সুন। রাজকুমার!—আমার এই প্রিয়সখী—

ইন্দু। (গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া জনান্তিকে) আবার?

সুন। রাজকুমার! আমি আপনাকে যে পরিচয় দিয়েছি, সেটি অযথার্থ ভাববেন না। লোকের মুখে এই বনদেবীর কথা শুনে আমরা এখানে এসেছি।

অজয়। সুন্দরি! তুমি আমারে প্রতারণা কল্লে, কিন্তু দেবতারা প্রবঞ্চক নন। তোমার সহচরী যে কোন মহৎকুলসম্ভবা, তাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। যা-ই হোক, আমি এই বনদেবীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি কখনো সিন্ধুরাজ-সিংহাসন গ্রহণ করি, আর যদি কখনো পরিণয়ব্রতে অনুরাগী হই, তা হলে তোমার ঐ প্রিয়সখীই সিন্ধুরাজ্যের ভাবী মহারাণী, আর আমার একমাত্র সহধর্ম্মিণী হবেন। (দেবীর প্রতি) দেবি! আপনিই এর সাক্ষী। হে বনস্থলি! হে সনাতন পর্ব্বত-কুল! তোমরাও এর সাক্ষী। ঐ নারীরত্নই সিন্ধুদেশের ভাবী পাটেশ্বরী।—(আকাশে বজ্রধ্বনি) এ কি? এ কি কুলক্ষণের পূর্ব্বলক্ষণ? (স্বগত)—এ সকল দেবমায়া,—মানববুদ্ধির অতীত।—এরা কি তবে যথার্থ ই বণিক্‌কন্যা?—আর তাই-ই বা কেমন করে বলি! মানসসরোবর ভিন্ন অন্যত্র কি কখনো কনক-পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়?—পতিতপাবনী ভাগীরথী হিমাদ্রির মণিময় গৃহেই জন্ম গ্রহণ করেন।

সুন। (সহাস্য মুখে) রাজকুমার! আপনি ক্ষত্রিয়, আর রাজচক্রবর্ত্তী,—তা আপনি একজন বেণের মেয়ে বিবাহ করবেন?

অজয়। সুমুখি! তোমার ও প্রতারণায় আমার মন প্রতারিত হতে চায় না। শকুন্তলাকে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দেখে রাজা দুষ্মন্তের হৃদয়ই তাঁকে তাঁর পরিচয় দিয়েছিল, "ঐ যে ঋষিপালিত স্ত্রীরত্ন, উনি কখনই ব্রাহ্মণ-কন্যা নন।" আমার হৃদয়ও তেমনি আমাকে এই কথা বলছে,—তোমার ঐ সখী বণিক্‌-কন্যা নন।

ইন্দু। (সুনন্দার প্রতি) সখি! মানব-হৃদয়ে কখনো কি ভ্রান্তি জন্মে না?

অজয়। (সুনন্দার প্রতি) সখি! সে কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু—

(নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি) ওরে! রাজকুমার কোথায়?—রাজকুমার কোথায়?—দেখ্, তাঁর অশ্বকে একটা ব্যাঘ্রে আক্রমণ করেছে!

অজয়। (ব্যস্ত হইয়া) তবে আমি এখন বিদায় হই। পরমেশ্বর আর ঐ বন-দেবীর সমীপে প্রার্থনা এই যে,—অতি শীঘ্র যেন তোমাদের পুনর্দ্দর্শন-সুখ লাভ করি।

(নেপথ্যে)—ওরে! আবার শৃঙ্গধ্বনি কর্। রাজকুমার না হলে এই ভীষণ ব্যাঘ্রকে আর কে নিরস্ত কত্তে পারে?

অজয়। (দেবীকে প্রণাম করিয়া সুনন্দার প্রতি) সুন্দরি! যেমন পদ্মে সুগন্ধ চিরবিরাজিত, তেমনি তোমার ঐ মনোমোহিনী সখী আমার এই হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রইলেন।—তা আমাকে এখন বিদায় দাও।—দেখ, যেমন রথের পতাকা প্রতিকূল বায়ুতে রথের বিপরীত দিকে উড়তে থাকে, যদিও আমি এখন চল্লেম, তথাপি আমার মন তেমনি তোমার সখীর দিকেই থাকলো।

[ইন্দুমতীর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অজয়ের প্রস্থান]

স্থন। সখি! তোমার মুখে যে আর কথা সরে না! আর আঁখি দুটি জলে পরিপূর্ণ দেখতে পাচ্চি। এ কি?—এ কি?—ধৈর্য্য অবলম্বন কর;—এমন সময়ে ক্রন্দন অমঙ্গলের লক্ষণ।

ইন্দু। চল্ সখি, এখন আমরা যাই। দেখ্, যে ব্যাঘ্র ঐ রাজকুমারের অশ্বকে আক্রমণ করেছে, সে হয়ত এখানেও আসতে পারে তা হলে কে আমাদের রক্ষা করবে?

স্থন। দেখ সখি, অরুন্ধতী দেবী দৈবনির্ণয়ে কি স্থপণ্ডিতা!

ইন্দু। তাই ত! কি আশ্চর্য্য? এখন দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে। তা দেখ্, তোর পেটে প্রায় কোন কথাই পাক পায় না। ঐ রাজপুত্র আবার ফিরে এলে কে জানে, তুই কি না বলে ফেলিস্।—তা আয়, আমরা এখন যাই। আজ যা দেখলেম, তা সত্য কি স্বপ্নমাত্র, এর প্রমাণ কেবল ভবিষ্যতেই হবে। তা আয় এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর;—রাজপ্রাসাদ;—যুবরাজের মন্দির।

(বৃদ্ধ রাজার প্রবেশ)

রাজা। (পরিক্রমণপূর্ব্বক স্বগত) এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্য! পুত্র হয়ে পিতার আজ্ঞা অবহেলা করে, এ কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে? যা হোক, রোষপরবশ হয়ে সহসা কোন কর্ম্ম করা সমুচিত নয়। (প্রকাশ্যে) দৌবারিক!

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজ!

রাজা। মন্ত্রীকে অতি শীঘ্র এ স্থানে আহ্বান কর।

দৌবা। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। [প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) ত্রেতাযুগে রঘুবংশাবতংস ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে রাজভোগ ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে, উদাসীনের ন্যায় চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে পরিভ্রমণ করেন। আর, এ দুরন্ত কলিযুগে দেখছি, পিতা যদি সর্ব্বতঃপ্রযত্নে পুত্রের শুভানুষ্ঠান করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়। পূর্ব্বতন বিজ্ঞেরা যথার্থই বলেছেন যে "কালের গতি অতি কুটিল।"

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ যে এ অধীনকে এত প্রত্যূষে স্মরণ

করেছেন, এ তার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু, এ অসাময়িক স্মরণের কারণটি অনুভূত হচ্চে না।

রাজা। মন্ত্রি! এ যে কলিকাল, তার কোনই সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ কথা সর্ব্বসাধারণেই ত জানে। সূর্য্যদেব যে প্রথমে পূর্ব্ব দিকে উদিত হন, তা যেমন লোককে বলে দিতে হয় না এ যে কলিকাল, তাও তেমনি লোককে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না; সকলেই এ কথা জানে; কিন্তু এরূপ সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্চে কেন, আর এখানেই বা এ সময়ে মহারাজের আগমন হয়েছে কেন, এ অধীন তাই জিজ্ঞাসু হচ্চে।

রাজা। মন্ত্রি! কাল সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই।

মন্ত্রী। এর কারণ কি? নরবর! আপনার কিসের অভাব? স্বয়ং মা কমলা রাজগৃহে চিরনিবাসিনী; এ রাজ্য, রামরাজ্যের ন্যায় সুশাসিত; পুত্র রূপে কার্ত্তিকেয়, আর বীরবীর্য্যে পার্থসদৃশ; কন্যা রূপে লক্ষ্মীস্বরূপিণী, গুণে সরস্বতীসদৃশী; পৃথিবী মহারাজের যশোবাদে পরিপূর্ণ হয়েছে! মহারাজের কিসের অভাব? তা এ উৎকণ্ঠার কারণ কি?

রাজা। মন্ত্রি! তুমি যে সকল সৌভাগ্যের উল্লেখ কল্লে, এ সকল আমার পক্ষে বৃথা; বোধ করি, আমার এই অসীম রাজ্যমধ্যে এমন একটি দরিদ্র প্রজা নাই, যে আজ আমা অপেক্ষা শতগুণে সুখী নয়। কিন্তু, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাতে পারে?

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) এ কি মহারাজ! আজ কি ও রাজ-চক্ষে বারিবিন্দু দেখতে হলো?

রাজা। (সজল নয়নে) মন্ত্রি! আমার মত অভাগা লোক এ পৃথিবীতে আর নাই। তুমি জানো যে, অজয়ের বিবাহ প্রসঙ্গ করে, আমি পঞ্চালপতির সমীপে দূত প্রেরণ করেছি। জনরব রাজকন্যাকে নানা রূপে ও নানা গুণে ভূষিত করে। গত কল্য সায়ংকালে, আমি অজয়ের নিকট এ প্রসঙ্গ কল্লে, সে একেবারে রাগান্ধ হয়ে আমায় বল্লে, "পিতা, আমার অনুমতি বিনা, আপনি এ কর্ম্ম কেন কল্লেন?" অনুমতি! পিতারে কি কখনো এ সব বিয়য়ে পুত্রের অনুমতি নিতে হয়? ইচ্ছা করে, দুরাচারের মস্তকচ্ছেদন করে ফেলি! তা তুমি কি বল? মন্ত্রি! এরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা পিতৃপিতামহের জলপিণ্ডের লোপ করা, আমার বিবেচনায় শ্রেয়ঃ।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, এরূপ সঙ্কল্প কি আপনার উপযুক্ত? যে রাজসিংহ জয়দ্রথ বীরবীর্য্যে পাণ্ডব-রথিদলকে রণমুখে পরাভূত করেছিলেন, যে বীরপ্রবরকে, বীরধর্ম্ম-বহির্ভূত অনীতিমার্গ অবলম্বন করে ধনঞ্জয় যুদ্ধে নিহত করেন, মহারাজের এ প্রস্তাব শ্রবণ করে, সেই রাজরথী জয়দ্রথ অবধি মহারাজের স্বর্গীয় পিতা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজর্ষির ক্রন্দনধ্বনি যেন আমার কর্ণে প্রবেশ কচ্চে। রাজকুমার

অজয় নিতান্ত সুশীল. নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তিনি যে মহারাজের সহিত এরূপ উন্মার্গগামী জনের ন্যায় অশিষ্টাচার করেছেন, অবশ্যই এর কোন না কোন নিগূঢ় কারণ আছে। সেই গূঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্ব্বাদৌ উচিত হচ্চে। রাজকুমারী শশিকলা তাঁর অগ্রজের সাতিশয় প্রিয়পাত্রী ; এ অধীনের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, তিনিই কেবল এ অন্ধকার দূর কর্ত্তে সক্ষম। অতএব মহারাজ, তাঁকেই স্মরণ করুন। স্ত্রীবুদ্ধি সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতা ; তাতে আবার কুমারী শশিকলা স্বয়ং সরস্বতীরূপিণী।

রাজা। মন্ত্রি! তুমি উত্তম মন্ত্রণাই দিয়েছ। দৌবারিক!

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজ!

রাজা। শশিকলাকে এখানে আসতে বল।

দৌবা। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। [প্রস্থান।

রাজা। এর যে কোন গূঢ় কারণ আছে, তার আর কোনই সন্দেহ নাই। অজয় যেন আজ কাল ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। সে সর্ব্বদা সুকোমল কোকিল-স্বরে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত, কিন্তু কাল একেবারে বাজগর্জ্জন করে উঠলো।

(শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

শশি। (গলবস্ত্রে রাজাকে অভিবাদন করিয়া) পিতঃ! দাসীকে কেন স্মরণ করেছেন ?

রাজা। বৎসে! চিরজীবিনী হও! তোমার অগ্রজের এ কি অবস্থা ? এর কারণ তুমি কি কিছু জান ?

শশি। পিতঃ! দাদা আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন, এবং আপন সুখ-দুঃখের সকল কথাই অসন্দিগ্ধ চিত্তে আমাকে বলেন। তাঁর বর্ত্তমান চিত্ত-বিকারের সমুদায় কারণই আমি অবগত আছি। কিন্তু তিনি আমাকে সে সব কথা ব্যক্ত করতে নিষেধ করেছেন।

রাজা। বৎসে! পিতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞা করায় মহাপাতক জন্মে। তা তোমার এই বিশ্বাসঘাতকতায় যদি কোন পাপ হয়, তবে সে পাপ আমার আশীর্ব্বাদে দূর হবে। অতএব, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সে সব কথা আমাকে বল।

শশি। প্রায় দুই মাস গত হলো, এক দিন দাদা মৃগয়ার্থ এক বনে প্রবেশ করেছিলেন। একটা বরাহের অনুসরণক্রমে, পর্ব্বতময় কাননপ্রান্তে উপস্থিত হন। সেই স্থানে এক পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা, আর তাঁর পীঠসন্নিধি পুষ্পরাশি দেখতে পান। তিনি ইতিপূর্ব্বে মায়াকাননের নাম এবং দেবী-প্রতিমার মাহাত্ম্য শুনেছিলেন। সেই দিন সেই সময়ে, সূর্য্যদেব কন্যা-রাশিতে প্রবেশ করছেন দেখে, তিনি সেই পুষ্প নিয়ে দেবীর পদতলে যেমন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলেন, অমনি সহসা আকাশে

বজ্রধ্বনি হলো! আর দেবীর পশ্চাদ্ভাগে দুইটি ছদ্মবেশী স্ত্রীলোক দেখতে পেলেন। ঐ দুটির মধ্যে একটি মহৎকুলোদ্ভবা বলে প্রতীতি হলে তিনি দেবীর সম্মুখে তাঁরে বরণ করেছেন। আর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁকে বৈ আর কোন স্ত্রীকে এ জন্মে বিবাহ করবেন না। সেই অবধি দাদার ভাবান্তর হয়েছে।

রাজা। (মস্তকে করাঘাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এত দিনের পর এ মহদ্বংশ কি সত্যই বিলুপ্ত হলো?

মন্ত্রী। (*সত্রাসে*) মহারাজ, এরূপ আশঙ্কার কারণ কি?

রাজা। মন্ত্রি! তুমি কি জানো না, এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, এই বংশের কোন *রাজা বা রাজকুমার ঐ বনাধিষ্ঠাত্রী পাষাণময়ী* দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলে, অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ-গুণশালিনী কোন রমণীকে দেখতে পায় সত্য, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমন-গৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্ত্তে হয়! আর তার সমুদয় বাসনা চিরদিনের জন্য শুষ্ক হয়ে যায়! হায়! হায়! অজয় কেন ঐ মায়াকাননে প্রবেশ করেছিল!—হা পুত্র! বিধাতা তোর ভাগ্যে কি এই লিখেছিলেন! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) কিন্তু দেখ মন্ত্রি! এ রোগের যে নিতান্তই ঔষধ নাই, তা নয়। এখনো যদি অজয়কে এই অসৎ সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করা যেতে পারে, তা হলে রক্ষা আছে। দেখ মা শশিকলা তোমার দাদা যাতে এ বাসনা পরিত্যাগ করে, তুমি মা প্রাণপণে তারই চেষ্টা দেখ।

(নেপথ্যে পুরুষোক্তি বিরহ-গীত।)

ঐ মা তোমার দাদা! আহা! কি দুঃখের বিষয়! তা আমি আর মন্ত্রী গুপ্তভাবে থাকি, তুমি গিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। আর তারে এই প্রাণ-সংহারক, বংশ-নাশক সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত করবার জন্যে সাধ্যমতে চেষ্টা কর। ভগবতী বাগ্‌দেবী স্বয়ং তোমার রসনায় আসন পাতুন, তাঁর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

[এক দিক্ দিয়া রাজা ও মন্ত্রী, অন্য দিক্ দিয়া শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর ;—রাজপুরী ;—রাজসভা।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

প্র-না। মহাশয়! এ কি সত্য কথা যে, পঞ্চালপতি এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন? আর এ বিবাহে তাঁর নাকি সম্পূর্ণ সম্মতি আছে?

দ্বি-না। আজ্ঞা হাঁ; দূত মহাশয় গত কল্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন। শুনেছি, এ বিবাহে পঞ্চালরাজ সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছেন।

তৃ-না। মহাশয়! আপনার সঙ্গে কি দূত মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল?

দ্বি-না। না মহাশয়! কিন্তু আমি লোকপরম্পরায় শুনেছি যে, তিনি কল্য সায়ংকালে এখানে এসেছেন।

তৃ-না। আমাদের মহারাজের কি সৌভাগ্য! কারণ, পঞ্চালপতির একমাত্র কন্যা, দ্বিতীয় সন্তান সন্ততি নাই; তিনি স্বয়ংও এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। এ সময়, এ সম্বন্ধ হলে, তাঁর স্বর্গারোহণের পর, সিন্ধু ও পঞ্চালরাজ্য একত্রীভূত হবে। এইরূপেই ভগবান্ সিন্ধুনদ, বহুতর নদনদীর প্রবাহ সহকারে এত প্রবলকায় হয়েছেন।

প্র-না। মহাশয়! আশা পরম মায়াবিনী! সুতরাং আমরা সকলেই এইরূপ আশা করি বটে। কেন না, আমরা সকলেই মহারাজের শুভানুধ্যায়ী, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ বাধা আছে।

সকলে। (সসম্ভ্রমে) বলেন কি, বলেন কি। কি বাধা মহাশয়?

প্র-না। জনরবের দিগন্তব্যাপী ধ্বনি কি আপনাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই?

সকলে। কি জনরব মহাশয়?

প্র-না। আপনারা কি শুনেন নাই যে, এক দিন আমাদের বর্ত্তমান মহারাজ, এক বরাহের অনুসরণপ্রসঙ্গে মায়া-কাননে প্রবেশ করেন। আর, সেই কাননে প্রতিষ্ঠিত পাষাণময়ী বনদেবীর পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেন।

সকলে। (সকৌতুকে) মহাশয়! তার পর কি হলো?

প্র-না। মহারাজ যেমন বনদেবীর পাদপীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করলেন, অমনি সম্মুখে সখীসঙ্গিনী এক মনোমোহিনীকে দেখতে পেলেন। তিনি নরনারী কি সুরসুন্দরী, তা পরমেশ্বরই জানেন।

সকলে। (সবিস্ময়ে) তার পর মহাশয়?

প্র-না। তাঁকে দেখে মহারাজ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় এবং তদ্‌গতহৃদয় হয়ে, দেবীর সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সেই সুন্দরী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীকে কখন পত্নীত্বে গ্রহণ করবেন না। আমার ভয় হচ্ছে যে, পঞ্চালাধিপতির দূতকে ভগ্নমনোরথে ফিরে যেতে হবে। মহারাজ এখন স্বাধীন; কর্ত্তৃপক্ষ কেহই নাই; এখন তাঁর স্বেচ্ছাচারী মনকে কে ফেরাতে পারে?

সকলে। হাঁ, এ হলে তো বিলক্ষণই বাধা বটে! তা যা হোক, মহাশয়! মায়া-কানন কি?

প্র-না। আপনাদের জন্ম এই সিন্ধুদেশে; শৈশবাবধি এখানেই বাস করছেন; তা আপনারা মায়া-কাননের নাম শুনেন নাই? এ কি আশ্চর্য্য! সে যা হোক, পঞ্চালাধিপতির প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া নিতান্ত অশ্রেয় কার্য্য। এঁরা অতীব প্রাচীন বংশীয় রাজা।

তৃ না। (সগর্ব্বে) মহাশয়! আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করছেন? পঞ্চালাধিপতির পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডবদের শ্বশুর ছিলেন বটে; আর জামাতৃহিতৈষণার বশম্বদ হয়ে, স্বীয় তনয়যুগলের সহিত কুরুক্ষেত্রে ভীষণ রণমুখে আপনাকে উপহারী করেছিলেন বটে; কিন্তু, আপনি কি জানেন না যে, আমাদের এই রাজাধিরাজের বংশ-গৌরব বীর-প্রবর জয়দ্রথ, স্বীয় বাহুবীর্য্যে এক দিবস সম্মুখ-সমরে সমুদয় পাণ্ডববল পরাঙ্মুখ করেছিলেন? পরদিবস ধনঞ্জয় তাঁকে বধ করেন বটে; কিন্তু সে কেবল শ্রীকৃষ্ণের মায়াকৌশলে।

প্র-না। যা হোক, এ সম্বন্ধ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বিধাতা করুন, তাঁর অনুকম্পায়, আমাদের রাজকুলরবি পঞ্চাল-রাজকুল-কমলিনীকে প্রফুল্ল করুন। আর আমরা যেন তার সুসৌরভে সুখ সন্তোষ লাভ করি। যে সরোবরে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয়, সে সরোবরের শৈবালকুলও তৎসম্পর্কে রম্য কান্তি ধারণ করে।

(নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি)

ঐ শুনুন, মহারাজ রাজসভায় আগমনার্থে স্বমন্দির পরিত্যাগ কচ্ছেন।

(নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা)

(রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় পার্শ্বচর বীর পুরুষের প্রবেশ)

সকল সভ্য। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হউক! মহারাজ চিরবিজয়ী হোন!

(রাজা ম্লান-বদনে ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবেশন)

রাজা। সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজমুকুট শিরে ধারণ করা, সাধারণের বিবেচনায় পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ; এমন কি, এই নিমিত্ত শত শত জনপদ যুদ্ধানলে

ভস্মীভূত হচ্ছে, শত সহস্র সুপণ্ডিত প্রবীণ ব্যক্তি উৎকট দুষ্কৃতি সাধন কচ্ছেন, অধিক কি, স্থলবিশেষে, এই সৌভাগ্যলোভে নরাধম পুত্র, পিতৃহত্যারূপ মহাপাপেও প্রবৃত্ত হচ্ছে। কিন্তু আমার সামান্য জ্ঞানে, এ সৌভাগ্য প্রার্থনীয় নয়; অদ্যকার এ দিন আমার জ্ঞানে অশুভ দিন। কেন না, যে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী রাজেন্দ্র এক দিন স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে এই সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেছিলেন,—যে উন্নত শিরোদেশে এক দিন এই মুকুট শোভা বিস্তার করেছিল, সেই মহাপুরুষ আজ কোথায়? সে উচ্চ শির এখন কোথায়? হায়! মাদৃশ খদ্যোত আজ কি নিশানাথের উচ্চাসন অধিকার করতে এসেছে! যা হোক, আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি যে, এ দুর্ব্বহ ভার বহন করতে সাহসী হয়েছে, সে কেবল আপনাদের ভরসায়।

সকলে। (হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক সাহ্লাদে) মহারাজের জয় হউক!

প্র-না। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) মহাশয়! দেখলেন, আমাদের মহারাজের কি সুশীলতা! কি অমায়িকতা! কি মিষ্টভাষিতা! যৌবনারম্ভে যাঁরা ঈদৃশ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন, তাঁরা প্রায়ই গৌরবে ফেটে পড়েন। তা দেখুন শাণ্ডিল্য মহাশয়! এ রাজার রাজ্যে প্রজার যে কত মত সুখলাভ হবে, তা এখন বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

দ্বি-না। (জনান্তিকে) পরমেশ্বর তাই করুন! মহাশয়! রক্তের বড় গুণ, প্রাচীন রক্ত অমৃতধারাবৎ। অমর করে না বটে, কিন্তু হৃদয় মধুময় করে।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! গত কল্য পঞ্চালাধিপতির দূত এ রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন! তাঁর যথাবিধি আতিথ্য করা হয়েছে। এখন তিনি প্রার্থনা করেন, মহারাজ তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেন।

রাজা। আচ্ছা, দূতপ্রবরকে এ সভাতে আহ্বান করা হোক। পঞ্চালপতি আমাদের নিতান্ত আত্মীয়। [মন্ত্রীর প্রস্থান।

রাজা। ধনঞ্জয়! আগামী প্রাতঃকালে, আমি মৃগয়ার্থে বহির্গত হব। বল দেখি, কোন্ বনে মৃগয়া ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে? এ দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার অজানিত।

ধন। ধর্ম্মাবতার! এ আপনার অনুগ্রহ মাত্র। এ দাস কল্য মহারাজকে এমন এক অরণ্যানীতে লয়ে যাবে, যেখানে মহারাজের ও বীরবাহুও শর ক্ষেপণে ক্লান্ত হবে, সন্দেহ নাই।

(দূতের সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

দূত। মহারাজের জয় হোক্! এ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পঞ্চালরাজের প্রেরিত দূত; মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করছে।

রাজা। (প্রণামপূর্ব্বক সবিনয়ে) বসতে আজ্ঞা হোক্।

দূত। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! আমার প্রভু পঞ্চালাধিপতির গুণকীর্ত্তন অবশ্যই আপনার কর্ণগোচর হয়েছে।

রাজা। পঞ্চালপতি আমাদের পরমাত্মীয়; তাঁর শুক্লতর যশঃজ্যোৎস্না, ভগবান্ রোহিণীপতির কিরণজালবৎ এ ভারতরাজ্য সুদীপ্ত করেছে! অতএব তাঁর পরিচয় আমাকে দেওয়া বাহুল্যমাত্র। তা সে রাজচক্রবর্ত্তী, কি উদ্দেশে আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন?

দূত। মহারাজ! আপনি কি অবগত নন যে, আপনার স্বর্গীয় পিতা বৃদ্ধ মহারাজ, রাজকুমারী শ্রীমতী শশিমুখীর সহিত আপনার শুভ সম্বন্ধ সংঘটন সংকল্পে আমাদের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করেছিলেন? এ প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজ পরমাপ্যায়িত হয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতা এখন আপনাকেই স্থির কর্ত্তে হবে। ধর্ম্মাবতার! আপনি দ্বিতীয় পরীক্ষিত অবতার। বিধাতা আপনার মঙ্গল করুন!

রাজা। (স্বগত) কি বিপদ্! যে প্রচণ্ড বাত্যার ভয়ে আমি স্বীয় হৃদয়রূপ তরণীকে ব্যগ্রভাবে কূলাভিমুখে পরিচালন করেছিলেম, সেই বাত্যা যে সহসা আরম্ভ হলো! হে হৃদয়! তুমি শান্ত হও। বরঞ্চ এ রসনা স্বহস্তে ছেদন করে, শূকর-মণ্ডলীকে উপহার দিব, তথাপি একে কখনই অঙ্গীকারভঙ্গজন্য দোষস্পৃষ্ট হতে দেব না। শশিমুখী আবার কে? সে ত আর আমার মনোমন্দিরের নিত্য পূজ্য দেবতা নয়? (প্রকাশ্যে) দূত মহাশয়! আমার স্বর্গীয় জনক যে এরূপ প্রস্তাব করেছিলেন, তা আমি লোকমুখে শ্রুত আছি। কিন্তু যখন তিনি এরূপ প্রসঙ্গ করেছিলেন, তখন তাঁর মনে এ ভাবের উদয় না হয়ে থাকবে, দেব ও পিতৃগণ তাঁকে এত শীঘ্র স্বর্গ-ধামে আহ্বান করবেন।

দূত। (সবিস্ময়ে) মহারাজ, এরূপ আজ্ঞা কেন কচ্ছেন?

রাজা। আপনি বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ নীতিজ্ঞও বটেন। আপনি কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর্ত্তে অভিলাষ করে, তার রাজ্যই ভার্য্যা, আর প্রজাবর্গ ই সন্তানসদৃশ হওয়া উচিত। আমার এই ইচ্ছা যে, স্বীয় সুখবাসনা বিস্মৃত হয়ে, প্রকৃতিপুঞ্জের সর্ব্বাঙ্গীন সুখান্বেষণ করি।

দূত। মহারাজ! এ সকল তপস্বী ও উদাসীনের কথা। পূর্ব্বের কত শত রাজর্ষি এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু, তাঁদের কেহই ত মহারাজের ন্যায় এরূপে সাংসারিক সুখভোগে বিমুখ হন নাই?

রাজা। দূত মহাশয়! সকলের মানসিক প্রবৃত্তি একরূপ নয়। আকাশে অগণ্য তারকারাজি বিরাজ কচ্চে; কিন্তু, সকলেই তো সমকায় নয়। খনিগর্ভে অসংখ্য মণি আছে; কিন্তু সকলেরই তো সমমূল্য ও সমজ্যোতি নয়। অন্য অন্য রাজর্ষিরা যে পথগামী হয়েছেন, আমি যে সেই পথেই গমন করবো, এও বড় যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না

দূত। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সরোষে) তবে কি মহারাজের এই ইচ্ছা যে, বিক্রমকেশরী পঞ্চালেন্দ্রের সহিত এ সম্বন্ধ-বন্ধন না হয়?

মন্ত্রী। দূত মহাশয়! আসন গ্রহণ করুন! এ সকল এক দিনের কথা নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়স; বাল-স্বভাব-সহজ মানসিক চাঞ্চল্য, এখন সম্যক্ বিবেচনা আয়ত্ত হয় নাই। আপনি বসুন।

প্র-না। (দ্বিতীয় নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) কেমন মহাশয়, শুনলেন তো? এখন বলুন, জনরব সত্য কি মিথ্যা? আপনি দেখ্‌বেন, এ বিবাহ কখনই হবে না। লাভে হতে কেবল মহারাজের শত্রুদলমধ্যে অতঃপর পঞ্চালপতিও একজন গণ্য হবেন। সে যা হোক্, এ বুড়ো দূত বেটার কথায় গা জ্বলে ওঠে। ওঁর রাজা বিক্রমকেশরী! যদি যুদ্ধ সংঘটন হয়, তবে তখন বিক্রমকেশরীর পরাক্রম দেখা যাবে।

তৃ-না। ঈদৃশ সহৃদয় রাজার জন্যে কোন্ বীর পুরুষ, রণ-দেবীর সম্মুখে স্বীয় জীবন বলিস্বরূপ প্রদান কত্তে কাতর হবে? কিন্তু এখন চুপ করুন, শুনি, মহারাজ কি উত্তর দেন।

রাজা। পঞ্চালাধিরাজকে আমি পিতৃস্থানে গণনা করি। সুতরাং তাঁর দুহিতার পাণিগ্রহণ, বোধ হয়, আমার পক্ষে বিধেয় নয়।

দূত। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞচূড়ামণি! পিতৃস্থলে একজনকে গণনা করি বলে যে, তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করা অনুচিত, এ কথা আপনার সমযোগ্য নয়। (করযোড় করিয়া) মহারাজ! এ অধীনের বাঞ্ছা এই যে, আপনি পঞ্চালপতিকে প্রকৃতরূপে পিতৃস্থানে স্থাপন করুন! শ্বশুর যে শাস্ত্রানুসারে পিতৃবৎ পূজ্য, তা মহারাজের অবিদিত নয়। এ সম্বন্ধ সংঘটন হলে, উভয় রাজ্য সুখ-সন্তোষে পরিপূর্ণ হবে। আর মহারাজের শত্রুরাজ্য, খাণ্ডবের ন্যায় ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

রাজা। (ঈষৎ বিকৃত স্বরে) এ বিষয় এত শীঘ্র শীঘ্র স্থির হতে পারে না। আপনি মন্ত্রিবরের সহিত এ সম্পর্কে পরামর্শ করুন! দেখুন, মন্ত্রিবর! দূত মহাশয়ের আতিথ্যকার্য্যে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজের জয় হোক! মহারাজ! তিন জন নগরবাসী একটি যুবতী স্ত্রীর সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে যে ব্যক্তি সকল অপেক্ষা প্রাচীন, সে বলে,—মহারাজের নিকট তার কি নালিশ আছে।

রাজা। আচ্ছা, তাদের রাজসভায় আনয়ন কর।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ! [প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! এ কি ব্যাপার? যুবতী স্ত্রীলোক রাজ-দ্বারে উপস্থিত; এ ত সামান্য ব্যাপার না হবে!

মন্ত্রী। বোধ হয়, রাজসন্নিধানে বিচারার্থী হয়ে এসেছে। আপনি ধর্ম্ম-অবতার; আপনার সমীপে কুলকামিনীরাও সাহস করে উপস্থিত হতে পারে।

(একটি যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত তিন জন পুরুষের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। মহারাজের জয় হৌক! মহারাজ! আমি নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত; এই যে কন্যাটি, এ আমার একমাত্র সন্ততি; এই যুবকদ্বয় ইহার পাণিগ্রহণার্থী। আমার ইচ্ছা এই যে, ঐ মদন নামক যুবকের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হয়; কেন না, ইটি আমার সখাপুত্র। কিন্তু, এই নৃসিংহ নামক যুবা, আমার অনভিমতে কন্যাটিকে গ্রহণ কত্তে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। মহারাজ! আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বটে, কিন্তু রাজর্ষি ভীষ্মকের অবস্থা আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ দিকে চেদীশ্বর শিশুপাল, ও দিকে দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণ। আমি মহা সঙ্কটে পড়ে রাজ-সন্নিধানে এসেছি মহারাজ বিচার করুন।

রাজা। গোত্র ও অর্থ বিষয়ে এ উভয়ের কোনরূপ ন্যূনাধিক্য আছে কি না?

বৃদ্ধ। না মহারাজ! উভয়েই সৎকুলোদ্ভব,—উভয়েই ঐশ্বর্য্যশালী। কিন্তু, এই মদন আমার পরম প্রিয়পাত্র!

মন্ত্রী। (সহাস্য বদনে) আরে তুমি তো আর বিবাহ কত্তে যাচ্চ না!

রাজা। দেখুন মহাশয়, আপনার কন্যাটি যদি যৌবনসীমায় পদার্পণ না কত্তেন, তা হলে দেশাচারমতে আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনি পাত্রে কন্যাটিকে সমর্পণ করা আপনার সাধ্যায়ত্ত হতো; কিন্তু, এখন, এর হিতাহিত বোধ বিলক্ষণ জন্মেছে; এ অবস্থায় এর স্বাধীন মনোবৃত্তি পরিচালনে বাধা দেওয়া, বোধ হয় সঙ্গত নয়। কন্যাটির নাম কি?

বৃদ্ধ। মহারাজ! এর নাম সুভদ্রা।

রাজা। ভাল সুভদ্রে! বল দেখি, এই উভয় যুবকের মধ্যে তুমি কাকে মনোনীত করেচ?

সুভ। (লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি)

রাজা। দেখ বাছা, আমি দেশাধিপতি; আমাকে লজ্জা করা তোমার উচিত নয়। বিশেষতঃ তোমার মনের ভাব যদি ব্যক্ত না কর, তবে আমি কখনই যথার্থ বিচার কর্ত্তে পারি না। আর নিশ্চয় জেনো, এ অবস্থায় যদি অবিচার হয়, তাতে তোমার যত ক্ষতি, এই তোমার সঙ্গীদের কাহারই তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব, বাছা, লজ্জা পরিত্যাগ করে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

সুভ। (মস্তক অবনত করিয়া মৃদুস্বরে) মহারাজ! মদনকে আমি আপন সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি।

রাজা। কি বল্লে বাছা?

নৃসিং। (ব্যগ্রে অগ্রসর হইয়া) মহারাজ! ইনি বল্লেন, মদনকে সহোদর-স্বরূপ জ্ঞান করেন।

রাজা। (বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া) শুনলেন তো মহাশয়! আপনার কন্যা, মদনের সহিত পরিণয়প্রার্থিনী নন।

মদ। মহারাজ! সুভদ্রা ত স্পষ্টরূপে কিছুই বল্লেন না। অতএব এ সিদ্ধান্ত মহারাজের সমুচিত হচ্ছে না।

মন্ত্রী। (সহাস্য মুখে) তুমি ত দেখছি বিলক্ষণ পণ্ডিত! মদনকে আমি সহোদরস্বরূপ জ্ঞান করি, এ কথাতে কি কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছো না? সহোদরকে কি কেউ কখন বিবাহ করে থাকে?

রাজা। আর দ্বন্দ্বে ফল কি? (বৃদ্ধের প্রতি) মহাশয়! আপনি কন্যাটি নৃসিংহকে অর্পণ করুন। বেগবতী স্রোতস্বতীর গতি আর স্বাধীন মনোবৃত্তি রোধ কত্তে প্রয়াস পাওয়া অনুচিত। আদৌ তাতে কৃতকার্য্য হওয়া দুঃসাধ্য; যদি বা কষ্টেশ্রেষ্ঠে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তবু তাতে সাংসারিক অনিষ্ট বই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

নৃসিং। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজের জয় হোক!

রাজা। দেখুন মন্ত্রিবর! রাজকোষ হইতে দশ সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা এই কন্যার যৌতুকের স্বরূপ প্রদান করবেন।

নৃসিং। মহারাজের জয় হোক, মহারাজ, আপনি স্বয়ং বৈবস্বত মনু।

(নেপথ্যে বন্দীর গীত ও মাধ্যাহ্নিক বাদ্য)

মন্ত্রী। বেলা দুই প্রহর প্রায়। অতএব, এক্ষণে সভাভঙ্গের অনুমতি হোক।

রাজা। আচ্ছা, এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

সকলে। (আহ্লাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ চিরবিজয়ী হোন! মহারাজ কি সূক্ষ্ম বিচারক! আর দাতৃত্বে কর্ণ অপেক্ষাও অধিক।

[মন্ত্রী ও মদন এবং বৃদ্ধ নাগরিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মদ। (সরোষে) মন্ত্রী মহাশয়! একে কি সূক্ষ্ম বিচার বলে? কি অন্যায়!

মন্ত্রী। কেন?—অন্যায় কি হলো?

মদ। যে স্ত্রীলোকের উপর আমার সম্পূর্ণ অনুরাগ, মহারাজ তাকে অন্যের হস্তে সমর্পণ কল্লেন, এ কি সম্পূর্ণ অন্যায় নয়?

মন্ত্রী। (সহাস্য মুখে) তোমার ত বিলক্ষণ বুদ্ধি দেখছি! তোমার যে স্ত্রীর উপর অনুরাগ হবে, তুমি তাকেই চাও না কি?

মদ। (বৃদ্ধ নাগরিকের প্রতি) মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন?

বৃদ্ধ। বাপু, আমি আর কি বলুবো বল! মহারাজ যে বিচার কল্লেন, তা তো অন্যায় বলে বোধ হচ্চে না। দেখুন মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের মহারাজ কর্ণতুল্য বদান্য। দশ সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা যৌতুক দেওয়া বড় সামান্য কথা নয়! ঈশ্বর-প্রসাদে মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গল হোক!

মদ। (সক্রোধে) আপনি দেখচি অর্থপিশাচ! মনুষ্যের হৃদয়ের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না।

মন্ত্রী। হা! হা! হা! ভাই, এ কথাটি যে তোমার মুখে শুনুবো, একবারও এরূপ আশা করি নাই। তুমি কি ভাই অন্যের হৃদয়ের দিকে দৃক্‌পাত করে থাকো? তা যদি কর, তবে, এ ভদ্রলোকের কন্যাটিকে তার অনিচ্ছায় কেন বিবাহ কর্ত্তে চাও? তার কি হৃদয় নাই? তা এখন নিজালয়ে গমন কর। মহারাজের যে বিচার হয়েছে, তা সকলেরই শিরোধার্য্য। [বৃদ্ধ ও মদনের প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) যদি মহারাজ পঞ্চালপতির তনয়ার পাণিগ্রহণ না করেন, তবে দেখচি, এই সিন্ধুদেশ অশান্তি-কণ্টকময় দুর্গম দুর্গস্বরূপ হয়ে উঠবে। মহারাজ যে কার নিমিত্ত এরূপ উন্মত্তপ্রায় হয়েছেন, তার সন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। তা যাই দেখি, রাজনন্দিনী শশিকলা কি পরামর্শ দেন। আর, অরুন্ধতী দেবীও এ বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য কল্লেও কত্তে পারেন। এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকেরি পাণ্ডিত্য অধিক। কিন্তু তপস্বিনী যদি কোন উপায় কত্তে পাত্তেন, তা হলে এত দিন অবশ্যই আমাকে সংবাদ দিতেন। এ বিষয়ে এখন একমাত্র সৎপথ দেখতে পাচ্চি। কিন্তু, রাজনন্দিনীর অভিপ্রায় না হলে সে পথগামী হওয়া অশ্রেয়। অতএব, একবার তাঁরি নিকটে যাই। [মন্ত্রীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর রাজপুরী;—শশিকলার মন্দির।

(শশিকলা ও কাঞ্চনমালা আসীনা)

শশি। দাদা আজ সবে প্রথমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন। জানি না, তাঁর ব্যবহারে প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হয়েচে।

কাঞ্চ। সখি! তোমাকে সে চিন্তা কত্তে হবে না। কেন না, মহারাজের ন্যায় সুশীল, মিষ্টভাষী, বিনয়ী আর সদ্‌গুণান্বিত কি আর দুটি আছে?

শশি। তা সত্য বটে ; কিন্তু সখি ! সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে পড়লে, মন নিতান্ত চঞ্চল হয়। হায় ! আমার দাদা কি আর সে দাদা আছেন ! কাঞ্চন ! কি অশুভ ক্ষণেই যে তিনি ঐ পাপ মায়া-কাননে প্রবেশ করেছিলেন, তা আর বল্‌বার নয় ! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) হে নির্দ্দয় বিধাতঃ ! তুমি কি এত দিনের পর সত্য সত্যই এ রাজকুলের স্থবর্ণ-দীপ নির্ব্বাণ কত্তে বাহু প্রসারণ কচ্চো ! শুনেছি যে, পঞ্চালাধিপতির দূত এ নগরে আগমন করেচেন। কে জানে, দাদা তাঁর প্রস্তাবে কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন ! তাঁর প্রস্তাবে অসম্মত হলে যে শেষে কি উৎপাত ঘটবে, তা মনে কল্লেও ভয় হয় !

কাঞ্চ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন। ওঁর কাছে সকল সংবাদই পাওয়া যাবে এখন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

শশি। মন্ত্রী মহাশয় ! প্রণাম করি।

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি ! চিরজীবিনী ও চিরস্থখিনী হোন।

শশি। কাঞ্চনমালা ! শীঘ্র মন্ত্রী মহাশয়কে বসতে আসন দাও।

(আসন প্রদান)

মন্ত্রী মহাশয় ! বসতে আজ্ঞা হোক। আর আজিকার রাজসভার সম্বাদ কি বলুন দেখি।

মন্ত্রী। (উপবেশন করিয়া) রাজনন্দিনি ! সকলি সুসম্বাদ। মহারাজ, আজ নিজগুণে প্রজাবর্গ ও সভাসদ্‌মণ্ডলীকে প্রায় বিমোহিত করেছেন। এমন কি, আজ আমরা যদি এই নগরপ্রাচীর ভগ্ন করি, তা হলেও, প্রজার প্রভুভক্তিস্বরূপ এরূপ এক সুদৃঢ় প্রাচীর এ নগর বেষ্টন করেছে যে, স্বয়ং বজ্রপাণির কঠোর বজ্রও তা ভেদ কত্তে কুণ্ঠিত হবে।

শশি। (সাহ্লাদে) এ পরম শুভ সম্বাদই বটে। ভাল, মন্ত্রী মহাশয় ! পঞ্চালের দূতের প্রস্তাবে, দাদা কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন ?

মন্ত্রী। মধুরসে তিক্ত নিম্বরস ঢালা উচিত নয়। তথাপি, সে কথা আপনার গোচর করা নিতান্ত আবশ্যক। সেই কারণেই, আমার এ সময়ে আপনার সন্দর্শনে আসা। আপনার অগ্রজ পরিণয় প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত নন। রাজনন্দিনি ! আশঙ্কা হচ্চে যে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোন না কোন অমঙ্গল সংঘটন হওয়ার এই পূর্ব্বসূচনা।

শশি। (সবিষাদে) আমিও এই ভেবেছিলেম। আমি যে দাদাকে কত সেধেছি, তা আপনি জানেন। কিন্তু, তাঁর সে স্বপ্ন, তিনি কোন মতেই বিস্মৃত হতে

পারেন না। মন্ত্রী মহাশয়! আপনার কি বিশ্বাস হয় যে, তিনি, ঐ পাপ কাননে কোন নরনারীকে দেখেছেন?

মন্ত্রী। কে জানে রাজনন্দিনি! হয় তো, কোন সুরকামিনী বনবিহারার্থে সে দিন ঐ উপবনে উপস্থিত ছিলেন! মহারাজ যে চিত্রপট এঁকেচেন, তা দেখলে তাই প্রত্যয় হয় বিধাতা তেমন রূপ কোন মানবীকে দেন না। সে যা হোক, আমাদের এখন এই কর্ত্তব্য যে, এ বিষয় ভালরূপে অনুসন্ধান করি। যদি সেই সুন্দরী সত্যই মানবী হন, তবে তিনি নিঃসন্দেহ এই নগর-নিবাসিনী হবেন। কেন না, দূর দেশ হতে তেমন কুলবালা যে ঐ কাননে আসবেন, এ বড় সম্ভব নয়। অতএব, আমার ইচ্ছা এই যে, আমি আপনার নামে এই ঘোষণা নগরমধ্যে প্রচার করি, আপনি আগামী কল্য সায়ংকালে এক ব্রত করবেন। সেই ব্রত উপলক্ষে, এ নগরবাসিনী যত কুমারী আছেন,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন জাতিই হোন, সকলকেই কল্য সায়ংকালে, সিন্ধুনদীতীরস্থ বিলাসকানন নামক পুষ্পোদ্যানে আগমন কত্তে হবে। যদি ঐ কন্যা এ নগরে থাকেন, অবশ্যই এ আহ্বানে তিনিও রাজপুরে আগমন কত্তে পারেন। আর, যদি এ উপায়ে তাঁর সন্দর্শনের অপ্রাপ্তি ঘটে, তা হলে, আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, আপনার অগ্রজ যা দেখেছিলেন, সে তৃষাতুর পথিকের মনোমোহিনী মরীচিকা মাত্র! তা আপনি এতে কি বিবেচনা করেন?

শশি। মন্ত্রী মহাশয়! আমার বিবেচনায়, এ অতি বিহিত উপায়। বিশেষতঃ এটি যখন আপনার অভিমত, তখন আর আমার মত গ্রহণের অপেক্ষা কি?

মন্ত্রী। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) রাজকুমারি! চিরজীবিনী হোন!

শশি। দুরন্ত যম, আমাদিগকে সম্প্রতি যে গুরুজনে বঞ্চিত করেছে, আপনি এক্ষণে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত। তা দেখবেন, আমার দাদার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে! (রোদন)

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! এ কি? আপনি শান্ত হোন। বিধাতা আছেন। তিনি অবশ্যই এর প্রতিকার করবেন। আর এ আশীর্ব্বাদকের যা সাধ্য, এ তা প্রাণপণে করবে। চিন্তা কি? এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, বেলাটা অধিক হয়েছে; এখন বিদায় হই। [মন্ত্রীর প্রস্থান।

শশি। শুনলি তো কাঞ্চনমালা! দাদা কি তবে যথার্থ ই উন্মত্ত হলেন? এ বিপদে কার কাছে যাই, কার শরণাপন্ন হই, তা ভেবে স্থির কত্তে পারি না। (রোদন)

কাঞ্চ। প্রিয় সখি! তুমি এত উতলা হলে কেন? শুনলে না, মন্ত্রিবর কি বল্লেন?—বিধাতা আছেন। তা এখন এসো, বেলা হয়েছে; স্নানাদি করবে চলো।

শশি। সখি! আমি কি এমন ভাইকে হারাব! (রোদন)

কাঞ্চ। (হস্ত ধারণ করিয়া) এসো সখি, এসো। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

(ঢুলী ও প্রমত্তভাবে বিজ্ঞাপনী-হস্তে মধুদাসের প্রবেশ)

মধু। ব্যাটা জোর করে বাজা।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

প্র-না। কি হে মধুদাস! তোমাকে যে মধুরসে পরিপূর্ণ দেখছি, বৃত্তান্তটা কি বল দেখি?

মধু। আরে বাওয়া! ভ্রমর কি কখনো মধুশূন্য পেটে থাকে? নতুন রাজার মঙ্গলার্থে আজ কিছু মধুপান করে দেখা গেল।

দ্বি-না। তোমার হাতে ও কি?

মধু। চেঁচিয়ে বাজা। (উন্মত্তভাবে বিজ্ঞাপনী পাঠ) হে সিন্ধুনগর-নিবাসী জনগণ! রাজনন্দিনী শশিকলার এই নিবেদন গ্রহণ কর। যাঁর গৃহে কুমারী কন্যা আছে,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, যে কোন জাতই হোন, স্বীয় স্বীয় কন্যাকে আগামী কল্য সায়ংকালে রাজপুরীতে প্রেরণ করবেন। (ঢুলীর প্রতি) বাজা বেটা, জোর করে বাজা।

দ্বি-না। ওহে মধু! এর অর্থ কি?

মধু। (হাস্য করিতে করিতে প্রমত্তভাবে) আরে ভাই, সেকালে রাজকন্যারা স্বয়ম্বরা হতো। রাজারা দেশদেশান্তর হতে স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হতেন। কিন্তু, এ ঘোর কলিকালে, পুরুষের স্বয়ম্বর হয়। বোধ করি, মহারাজের বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে। তোমার ভাই যদি সুন্দরী মেয়ে থাকে, পাঠিয়ে দিও! ভগ্নী থাকে ত আরো ভালো!

দ্বি-না। (প্রথম নাগরিকের প্রতি জনান্তিকে) বেটা জাতিতে চণ্ডাল, রাজসংসারে পাদুকা-বাহকের কর্ম্ম করে, বেটার কথা শুনলেন? ইচ্ছে করে, বেটাকে জুতো মেরে লম্বা করে দিই। দূর হোক, এখান থেকে যাওয়া যাক। এ মাতাল বেটার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া অপমান মাত্র। [নাগরিকগণের প্রস্থান।

মধু। আরে ঢুলী, জোর করে বাজা।

[ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে করিতে ও ঢোল বাজাইতে বাজাইতে মধুদাস ও ঢুলীর প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর ;—সিন্ধুতীরে অরুন্ধতীর আশ্রম।

(অরুন্ধতী আসীনা ;—সুনন্দার প্রবেশ)

সুন। ভগবতি! আপনার শ্রীচরণে প্রণাম করি ; আশীর্ব্বাদ করুন!

অরু। বৎসে! বিধাতা তোমাকে দীর্ঘজীবিনী করুন! সম্বাদ কি?

সুন। ভগবতি! আপনি কি আজকের সম্বাদ শুনেন নাই?

অরু। কি সম্বাদ বৎসে?

সুন। রাজনন্দিনী শশিকলা, নগরমধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করেছেন যে, আগামী কল্য সায়ংকালে, তিনি এক মহাব্রত করবেন। এ নগরে যত কুমারী আছে,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলকেই সেই ব্রত উপলক্ষে রাজপুরীতে উপস্থিত হতে হবে। তা আমাদের প্রতি আপনার কি আজ্ঞা?

অরু। বৎসে! যে রাজার আশ্রয়ে বাস কর,—যার প্রতাপে ধন মান প্রাণ সকলই রক্ষা হয়, সেই রাজার বা রাজপরিবারের আজ্ঞা অবহেলা করা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রেয়স্কর।

সুন। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, আমার প্রিয় সখীকে সে স্থলে কি বেশে যেতে আজ্ঞা করেন?

অরু। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) কেন? যে বেশে ভদ্রঘরের কন্যারা যায়, তিনিও সেই বেশে যাবেন।

সুন। তা হলে কি আমাদের গুপ্ত ভাব আর থাকবে? ভগবতি! গান্ধার দেশ পরিত্যাগ করবার সময় আমরা প্রিয় সখীর বহুমূল্য বহুতর বস্ত্রাদি ফেলে এসেছি। এখন যা কিছু সঙ্গে আছে, তার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট,—সে পরিচ্ছদগুলি দেখলেও, বোধ হয় এ দেশের লোকে বিস্ময়াপন্ন হবে। প্রিয় সখীর এক একটি পরিচ্ছদ এক এক রাজ্যের মূল্যে প্রস্তুত! আর দেখুন, এমন সময় নাই যে, এখনকার অবস্থার অনুরূপ একটি সামান্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

অরু। (সহাস্য বদনে) বৎসে! তুমি নির্ভয় হও। যে পরিচ্ছদ তোমাদের জ্ঞানে সুপরিচ্ছদ হয়, তোমার সখীকে তাই পরিধান কর্ত্তে বলো। তাঁকে বেশভূষায় উত্তমরূপে ভূষিতা করে, আমার এখানে নিয়ে এসো ; তাঁর সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে।

সুন। যে আজ্ঞা ভগবতি! তবে, এখন বিদায় হই।

[সুনন্দার প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) এদের এ রহস্য আর যে বহুকাল অপ্রকাশ্য ভাবে থাকবে, তার কোনই সম্ভাবনা নাই। নাই থাকুক, তাতে বড় একটা হানি ছিল না। কিন্তু, দেবতারা যে এদের প্রতিকূল, এই-ই দেখচি অপ্রতিবিধেয় ব্যাধি। প্রবল বায়ু-সন্তাড়িত জলতরঙ্গের গতি প্রতিরোধ করা বিষম ব্যাপার! এ কি? আমার চক্ষে অশ্রূদয় হলো! ভেবেছিলেম, যেমন, ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বসুন্ধরার কোমল হৃদয় বিদারণ করে, উদ্যানশোভা লতিকার মূলোৎপাটনপূর্ব্বক ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপসবৃত্তিও কাল সহকারে অস্মদাদির হৃদয়-কাননের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ লতাগুল্মাদির মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেছে। কিন্তু এখন দেখছি, আজও তা হয় নাই। তা হলে, এ মোহের লহরী আজ কোথা থেকে উপস্থিত হলো! (পরিক্রমণ করিয়া) আহা! এমন রূপসী কন্যা কি এ জগতে আর আছে! আর কেবল যে রূপসী, তাও নয়, সুশীলতা, ধর্ম্মপরতা ইত্যাদি গুণ প্রফুল্ল কমলের ন্যায় এঁর মানস-সরোবরে শোভা বিস্তার করেচে। তা এমন সুরূপা ও সুশীলা কন্যার ললাটে কি বিধাতা সত্য সত্যই এত দুঃখ লিখেচেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রভো! তোমারই ইচ্ছা! তোমার লীলা খেলা দেবতাদের দুর্জ্ঞেয়! আমরা ত সামান্য মনুষ্য মাত্র।

(রাজমন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। ভগবতি! আশীর্ব্বাদ করুন! (প্রণিপাত)

অরু। দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন! ঐ কুশাসন গ্রহণ করুন; আর বলুন দেখি, আজকের কি সম্বাদ।

মন্ত্রী। (আসন গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! মহারাজ মায়াকাননে স্বপ্নদৃশ্যবৎ যা দেখেছিলেন, তা যদি কোন দেবমায়া মাত্র না হয়, আর সে কন্যাটি যথার্থ মানবী এবং এই নগরবাসিনী হন, তবে আগামী কল্য সায়ংকালে তাঁকে আমরা সকলেই দেখতে পাব।

অরু। মন্ত্রিবর! আপনি যে এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করেছেন, তা আমি অবগত হয়েছি। কিন্তু মহাশয়! এ কর্ম্ম ভাল হয় নাই। যদি সে কন্যাটি সুরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা আর এই নগরবাসিনী হয়, তা হলে মহারাজের সহিত তার পুনঃসন্দর্শনে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানতুল্য হবে। আর যে অগ্নি বর্ত্তমান অবস্থায় দুঃসহ, সে অগ্নি দ্বিগুণ প্রবল হয়ে উঠলে কি রক্ষা থাকবে?

মন্ত্রী। তবে আপনি কি সে কন্যাটির কোন সন্ধান পেয়েছেন?

অরু। আজ্ঞা হাঁ।

মন্ত্রী। (ব্যগ্রভাবে) ভগবতি! তৃষাতুর ব্যক্তি, দূরে বিমল জলপূর্ণ জলাশয় দেখতে পেলে যেমন আহ্লাদে মগ্ন হয়ে ব্যগ্রভাবে সেই দিকে ধাবমান হয়, আপনার এই আশাসূচক মধুর বাক্যে আমার মনও তেমনি আনন্দিত, আর সবিশেষ

সমস্ত শুনবার জন্যে সাতিশয় ব্যগ্র হয়েছে। অতএব, অনুগ্রহ করে শীঘ্র বলুন, তিনি কে?

অরু। আমি বোধ করি, আপনি গান্ধার দেশের মহারাজার নাম শুনেছেন।

মন্ত্রী। ভগবতি! তাঁর নাম কে না শুনেছে? তিনি এই সমুদায় ভারতরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। বৈভবে ও প্রভুত্বে দ্বিতীয় সুরপতি; শস্ত্রবিদ্যায় সাক্ষাৎ পাণ্ডব-চূড়ামণি ফাল্গুনি; গদা-বিদ্যায় যদুকুলতিলক বলভদ্রতুল্য; ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমতুল্য; আর, বদান্যতায় সূর্য্যসুত শ্রীমান্ কর্ণের সমকক্ষ। দেবনামসদৃশ সেই পুণ্যাত্মা রাজর্ষির নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তা তাঁর কি?

অরু। যে কন্যারত্নটিকে মহারাজ মায়াকাননে দেখেছিলেন, সেটি সেই রাজরাজেন্দ্র গান্ধারেশ্বরের একমাত্র দুহিতারত্ন।

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) বলেন কি ভগবতী? রাজনন্দিনী ইন্দুমতী? যাঁর রূপের গৌরবে, যে উর্ব্বশীকে কবিরা আখণ্ডলের সর্ব্বস্ব বলে থাকেন, সে উর্ব্বশী পূর্ণচন্দ্র-বিরাজিত রজনীতে খদ্যোতমালার ন্যায় ম্লান হয়, মহারাজ কি সেই ইন্দুমতীকে সন্দর্শন করেছিলেন? তা তিনি সে সময় ঐ মায়াকাননে কেন এসেছিলেন, তা আপনি আমাকে বলুন।—গান্ধার দেশ কিছু নিকট নয় যে, রাজকুমারী মায়াকাননে পরিভ্রমণ করতে আসবেন।

অরু। আপনি কি শোনেন নাই যে, ধূমকেতু নামক একজন রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজবিদ্রোহীর সহিত ষড়্যন্ত্র করে মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছে?

মন্ত্রী। হাঁ, এরূপ জনরব শ্রুত আছি বটে; কিন্তু, রাজাধিরাজ গান্ধারপতি এখন কোথায়?

অরু। তিনি ছদ্মবেশে এই নগরে অবস্থিতি করচেন।

মন্ত্রী। হে বিধাতা! অমরাবতী পরিত্যাগ করে সুরপতি মর্ত্যলোকে উদাসীনভাবে পরিভ্রমণ করচেন! যে হস্ত বজ্রপ্রভাবে অসুরদলের মস্তক চূর্ণ করে,—সে হস্ত কি এখন নিরস্ত হয়েছে?

অরু। মনুষ্যের দশা এ জগতে সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তিত থাকে না! কখন উচ্চে, কখন নীচে,—চক্রনেমির ন্যায় সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করে।

মন্ত্রী। ভগবতি! আমাদের মহারাজার কি সৌভাগ্য! গান্ধারপতি এখন বর্ষীয়ান্! এ তাঁর জীবনের সায়ংকাল। ইন্দুমতী তাঁর একমাত্র কন্যা। এঁর সহিত আমাদের মহারাজের বিবাহ হলে, কালে সিন্ধুপতি, ভারতের সম্রাট্‌পদ লাভ করবেন। এমন কি, তাঁর যদি রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি পৌরবকুলের গৌরবের লাঘব করতে পারবেন, সন্দেহ নাই।

অরু। মন্ত্রিবর! আপনাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। এ বিবাহ হলে,

মহারাজের আর এই মহারাজ্যের নিতান্ত অশুভ ঘটনা হবে; দেবতারা এ বিষয়ে নিতান্ত প্রতিকূল, আমার ইষ্টদেব ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট শিষ্য প্রেরণ করাতে তিনি আমাকে এই আদেশ করেচেন যে, "বৎসে! তুমি যদি সিন্ধুদেশের রাজকুলের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষিণী হও, তবে এ সম্বন্ধ কোন মতেই সম্পন্ন হতে দিও না।" আরও দেখুন, আমি বারম্বার আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের স্বর্গীয় আত্মা স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় দেখেচি। তাঁরও এই অনুরোধ। (সবিস্ময়ে) ঐ দেখুন!—

(শিবমন্দিরের পশ্চাৎ হইতে পট্টবস্ত্রাবৃত বৃদ্ধ রাজর্ষির আকারবিশিষ্ট পুরুষের প্রবেশ)

মন্ত্রী। (সকম্পিত শরীরে গাত্রোত্থান করিয়া) এ কি! এ কি! (করযোড় করিয়া) হে নরনাথ! আপনি স্বর্গধাম পরিত্যাগ করে, কেন এ পাপ মর্ত্যে পুনরাগমন করেছেন? আপনার কি আজ্ঞা?

আত্মা। (গম্ভীর বচনে) চাণক্য! অজয় কুক্ষণে পাপ মায়াকাননে গান্ধারাধিপতির কন্যাকে দর্শন করেছেন! এত দিনের পর, এই পুরাতন বৃহৎ রাজবংশ ধ্বংস হয়! এখনও যদি পার, তবে পঞ্চালাধিপতির দুহিতার সহিত তাঁর পরিণয় ব্যাপার সমাধা করাও। নচেৎ আর রক্ষা নাই; সাবধান হও!

(অন্তর্দ্ধান)

অরু। ঐ দেখলেন ত মন্ত্রী মহাশয়! শুন্‌লেন না?

মন্ত্রী। ভগবতি! আমার এমনি হৃৎকম্প হচ্চে যে, মুখে কথা সরে না। এ কি বিভীষিকা! উঃ! দাঁড়াতে পাচ্চি না! এখন আজ্ঞা হয় ত বিদায় হই।

অরু। মন্ত্রিবর! সাবধান হবেন, দেখবেন, এ কথা যেন কোন মতেই প্রকাশ না হয়।

মন্ত্রী। ভগবতি! এ সকল কথা এ দাসের হৃদয়ে চিরকাল গুপ্ত থাকবে। এরূপ আমি কখনও দেখি নাই, কখনও শুনিও নাই। মহারাজের মৃত্যু দেবমন্দিরে হয়, আর যখন তিনি দেহ ত্যাগ করেন, তখন অবিকল তাঁর এই বেশ ছিল! এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই। ভরসা করি, আপনিও অদ্য সায়ংকালে রাজনন্দিনীর ব্রতালয়ে পদার্পণ করবেন।

অরু। তা অবশ্যই যাবো। [মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) এ সকল বৃত্তান্ত অজয়কে বিজ্ঞাত করা অনুচিত, তার অবস্থা সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি শুন্‌তে পাই, তাতে বোধ করি, এ সব কথা শুনলে, হয়ত সে সহসা আত্মহত্যা কত্তে পারে! যদি সে আপন ঈপ্সিত জনকে না পায়, তা হলে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াও বিচিত্র নয়! প্রেমান্ধ জনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবনমণি কিছুই নয়!

(সুনন্দার সহিত সুচারু ও উজ্জ্বল বেশে রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর প্রবেশ)

অরু। এস বৎসে! তুমি ত এখন শারীরিক সুস্থ হয়েছ ?

ইন্দু। আজ্ঞে হাঁ, এক প্রকার সুস্থ হয়েচি।

অরু। (অগ্রসর হইয়া) বৎসে! তুমি আমাকে সত্য করে বল দেখি, তুমি এই সিন্ধুদেশের নূতন মহারাজকে ভাল বাস কি না ?

ইন্দু। (ব্রীড়া প্রদর্শন)

সুনন্দা। ভাল বাসেন বই কি ভগবতি! না হলে এত লজ্জা কেন ?

ইন্দু। (জনান্তিকে সুনন্দার প্রতি) তোর কি কিছু মাত্র লজ্জা নাই ?

সুনন্দা। কেন ? লজ্জা থাকবে না কেন ? যদি তুমি এ মহারাজকে ভাল বাস, তবে তাতে দোষ কি ? তিনি এক জন সামান্য ব্যক্তি নন। তাতে আবার পরম সুপুরুষ ; তুমিও নব যুবতী, তোমাদের মিলন যে সুখজনক হবে, তাতে সন্দেহ নাই। এতে আর লজ্জার বিষয় কি ? আর এই ভগবতী আমাদের মাতৃসদৃশ, এঁর কাছে লজ্জা করা অনুচিত।

অরু। (স্বগত) মিলন! মিলন! তা যদি হতে পাত্তো, তবে নিঃসন্দেহ মণিকাঞ্চনের সংযোগের সদৃশ কি অপরূপই হতো! কিন্তু সিন্ধুদেশের তেমন ভাগ্য নয় যে, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শন করে। ভূভারতে কেবল ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মীস্বরূপিণী জনকরাজ-তনয়াকে বামে করে অযোধ্যার রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। (প্রকাশ্যে) দেখ বাছা ইন্দুমতি! তুমি আমাকে লজ্জা করো না, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি, তুমি কি এই মহারাজকে ভাল বাস ?

ইন্দু। (ব্রীড়া প্রদর্শন)

অরু। (সহাস্য বদনে) লোকে বলে, "নীরবতা অনেক প্রশ্নের সম্মতিসূচক উত্তর।" তা বৎসে! তোমার মনের কথা এখন আমি বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পারলেম!

সুনন্দা। ভগবতি! আপনি কি না বুঝতে পারেন ? প্রিয় সখী আপনার ফাঁদে আপনি ধরা পড়েচেন।

অরু। যা হোক বৎসে ইন্দুমতি! একটি পরামর্শ দিই, অবধান কর! রাজকুমারীর ব্রতস্থানে মহারাজের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হবে। যদি তিনি বিবাহের প্রস্তাব করেন, তবে তুমি এই বলো যে, "কোন বিশেষ কারণে আমি সম্পূর্ণ এক বৎসর আপনার এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না।"

ইন্দু। (মুখাবনত করিয়া মৃদুস্বরে) যে আজ্ঞা জননি!

অরু। অদ্য কয়েক দিবস নূতন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে নাগরিকেরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হয়েচে। রাজপথ লোকারণ্যময়, তোমরা বিদেশিনী তরুণী, অতএব আমার সমভিব্যাহারে রাজপুরীতে চল ; তা হলে পথে নির্ব্বিঘ্নে যেতে পারবে।

সুনন্দা। (স-উল্লাসে) আমাদের কি সৌভাগ্য ভগবতি! তবে চলুন!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুতীরে রাজোদ্যান ;—দূরে দেবালয় ;—আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

(শশিকলা, কাঞ্চনমালা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

শশি। বলেন কি মন্ত্রী মহাশয়! এ কথা কি বিশ্বাস্য?

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! ঐ যে দূরে পর্ব্বত দেখচেন, ও যেমন অটল, ভগবতী অরুন্ধতীর কথাও তাদৃশ। তিনি এ পৃথিবীতে স্বয়ং সত্যের অবতার।

শশি। আজ্ঞা, এ কথা যথার্থ। কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, যদিও—অজানত খাদ্য দ্রব্য,—যদিও সে খাদ্য দ্রব্য দেবদুর্লভ হয়, তবুও ভক্ষকের সহসা তা স্পর্শ কত্তে ইচ্ছা করে না।—সর্ব্ববিধায়ে মানব-মনের সেই গতি। কোন অসম্ভব কথা শুনলে, সহসা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে এ কথা যদি সত্য হয়,—আর মিথ্যা যে, তাই বা কেমন করে বলি?—তা হলে, আমার দাদার তুল্য ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এ ভূভারতে দ্বিতীয় আর নাই। গান্ধারপতি, রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এ যে প্রাতঃস্মরণীয় নাম! তা এরূপ মহদ্বংশের সহিত কি আমাদের এরূপ সম্বন্ধ সংঘটন হবে? নদকুল সাগরেই পড়ে, সাগর কি কখনো নদগর্ভে পড়েন?

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

শশি। আপনি এ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন কেন?

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! আমার বিবেচনায় পঞ্চালপতির দুহিতা,—যদিও তিনি গান্ধার-রাজতনয়া ইন্দুমতীর সদৃশ সুরূপা নন, তবুও সর্ব্বথা মহারাজের উপযুক্ত। কেন না, যিনি এখন গান্ধার দেশের রাজসিংহাসনে আসীন হয়েছেন, তিনি ধর্ম্মের সোপান দিয়ে সে সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই! সুতরাং অনেক রাজা এখনও তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই। অনেক প্রজা তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা কত্তে অস্বীকৃত। অতএব, গান্ধার রাজ্য এক প্রকার লণ্ডভণ্ড। আর সে দেশের ঐ বর্ত্তমান রাজা যদিও অতি শীঘ্র তাঁর ঐ গুরু পাপের দণ্ডস্বরূপ সিংহাসনচ্যুত হবেন, এরূপ মনে করা যায়, কিন্তু তারই বা নিশ্চয়তা কি? কেন না, চপলা লক্ষ্মী, রূপ, গুণ, কুল, শীল কিছুই দেখেন না। আর যদি বা সে পাপিষ্ঠ রাজার অধঃপাত হয়, আর বৃদ্ধ গান্ধার-রাজ পুনরায় নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসন প্রাপ্ত হন; তথাপি, যে চঞ্চলা, গুণবান্‌কে অপবিত্র জ্ঞানে স্পর্শ করে না, সাধু জনকে সামান্য জ্ঞানে তার দিকে দৃক্‌পাত করে না, মহদ্বংশসম্ভূত জনকে সর্প জ্ঞানে লম্ফ দিয়া উল্লঙ্ঘন করে, শূরসত্তমকে কণ্টকতুল্য পরিহার করে, আর

বিনীত ব্যক্তিকে পাপিষ্ঠ জ্ঞানে তার দিকে চায় না, সেই পাপ-লক্ষ্মী যে, গান্ধার-রাজসংসারে চিরনিবাসিনী হবে, তারই বা প্রত্যাশা কি? কিন্তু পঞ্চালাধিপতির এখন তাদৃশ দশা নয়, তাঁর অবস্থাবিষয়ে সম্প্রতি এ সকল আশঙ্কা কিছুই নাই। তাঁর প্রবীণ বান্ধবমণ্ডলী বিদ্যমান; হস্তিনাপুরে এখনো পরীক্ষিত রাজর্ষির বংশীয় অধস্তন পুরুষেরা রাজত্ব কচ্চেন; বিরাট রাজ্যের রাজারাও তাঁর মিত্র। এঁরা সকলে আর অন্যান্য রাজসিংহ যদি একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন, তবে আমরা বিষম বিপদে পড়বো, তার সন্দেহ নাই। দ্রৌপদীর হরণ-জনিত রোষাগ্নি এখনো নির্ব্বাণ হয় নাই।

শশি। তা গান্ধার দেশের বর্ত্তমান রাজার সহিত আমাদের বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা কি?

মন্ত্রী। আপনি কি দেখচেন না যে, মহারাজের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, গান্ধার দেশের রাজা নূতন এক তেজস্বী শত্রুকে যেন রণস্থলবর্ত্তী দেখবেন। স্থতরাং তিনি আমাদের শত্রুদলকে যে বৃদ্ধি করবেন, সে বিষয় হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ। কিন্তু, তাঁকে আমি বিষদন্তহীন অহিস্বরূপ জ্ঞান করি। পঞ্চালপতি তেমন নন।

শশি। মন্ত্রিবর! এ সকল কথা ভাবলে মন অধীর হয়। হায়! কি কুক্ষণে দাদা সেই পাপ কাননে প্রবেশ করেছিলেন! ঐ শুনুন,—কুমারীরা দেবালয়ে প্রবেশ কচ্চে।

(নেপথ্যে পদধ্বনি, নূপুরধ্বনি ও গীত ;—সন্ধ্যাকালে বসন্তবর্ণন)

মন্ত্রী। রাজনন্দিনি! আমি এখন যাই, মহারাজকে এখানে আনয়ন করে কোনো বিরল স্থানে রাখি। দেখি, এই ইন্দুমতী রাজমনোমোহিনী কি না? আপনি গিয়ে সেই কুমারীদিগের সঙ্গে যথাবিধি সম্ভাষণ করুন। [প্রস্থান।

শশি। কাঞ্চনমালা! এ বিবাহ হলে, সখি, আমাদের সর্ব্বনাশ হবে! কিন্তু দাদাকে এ কথা যে কেমন করে বোঝাই, তা ভেবে পাচ্চি না। লোকে বলে, বিপত্তিকালে জ্ঞান-রবি যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়। তা না হলে কি সখি, রঘুনন্দন, স্থবর্ণ-মৃগ দেখে বুঝতে পাত্তেন না যে, সে কোন মায়াবী রাক্ষস। হায়! হায়! আমাদের কি হলো! (রোদন)

কাঞ্চন। সখি! শান্ত হও! এ কি ক্রন্দনের সময়? তোমার ও পদ্মচক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখলে লোকে কি ভাববে? ঐ শোনো,—আহা! কি চমৎকার গীত!

(নেপথ্যে গীত ;—পূর্ণচন্দ্র বর্ণন)

শশি। সখি! আমি যখন মন্ত্রীর পরামর্শে, এ সমারোহে সম্মত হয়েছিলেম, তখন আমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করে দেখি নাই। আমার মনের কি এমনি অবস্থা যে, এখন আহ্লাদ আমোদ কত্তে পারি? না দশ জন পরের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের

কথাবার্ত্তা কইতে পারি? তা চলো;—যা হয়েছে, তা হয়েছে! এখন যৎকিঞ্চিৎ ভদ্রতা না দেখালে, অবশ্যই লোকে অযশ করবে। ঐ যে দাদা আর মন্ত্রিবর এ দিকে আসচেন!—যা বল সখি! ইন্দুমতীই হোন, কি সুরনারীই হোন, এমন কার্ত্তিকেয়কে দেখলে, তাঁর মন অবশ্যই অস্থির হবে।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

চলো সখি! আমরা এখন যাই;—গিয়ে দেখি, ইন্দুমতীর মনের কি ভাব। আমি শুনেচি, অনেক সময় এমন ঘটে যে, কিরাত কুরঙ্গিণীকে তীরাঘাতে বিদ্ধ করে অন্যত্র চলে যায়;—আর মনেও করে না যে, সে অভাগিনীর কি দুর্দ্দশা ঘটেচে! কিন্তু, সে যেখানেই যায়, ঐ রক্তশোষক যমদূত তার পার্শ্বে লেগে থাকে। তা চলো আমরা যাই। [উভয়ের প্রস্থানোদ্যম।

রাজা। শশি! একটু দাঁড়াও; কোন বিশেষ একটি কথা আছে।

শশি। দাদা! বলুন, আপনার কি আজ্ঞা।

রাজা। তুমি মন্ত্রীর মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনেছ। বল দেখি, আমার কি সৌভাগ্য? কিন্তু, মন্ত্রিবর বলেন, এ বিবাহ অপেক্ষা পঞ্চালাধিপতির দুহিতার পাণিগ্রহণ শ্রেয়স্কর। হা! হা! হা! (উচ্চ হাস্য) স্ফটিক, আর হীরা! পিত্তল, আর সুবর্ণ! দেখ দিদি! বৃদ্ধ হলে, লোকের বুদ্ধির হ্রাস হয়। জ্ঞান-নদে এক প্রকার জল শেষ হয়। বোধ করি, মন্ত্রিবরেরও সেই দশা ঘটচে।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! এ অধীনের স্বর্গীয় পিতা, আপনার রাজপিতামহের মন্ত্রী ছিলেন। আর এ অধীনও তাঁর সহকারিত্ব কর্ত্তো। পরে আপনার স্বর্গবাসী পিতা; এখন আপনি; অতএব ঠাকুরদাদা বলে আপনারা আমার সহিত পরিহাস কর্ত্তে পারেন। আমি কেবল আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,—

(নেপথ্যে পদশব্দ ও নূপুরধ্বনি)

রাজা। শশি! চলো দিদি! আমি তোমার সঙ্গে যাই। দেখি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী এ ক্ষুদ্র গৃহে পদার্পণ করেছেন কি না।

শশি। দাদা! আপনি বলেন কি? ও দেবালয়ে যে এ নগরের সমস্ত কুলকুমারী উপস্থিত! আপনি সহসা ওখানে গেলে তারা লজ্জায় যে কিরূপ হবে, তা আপনিই বুঝ্‌তে পারেন।

মন্ত্রী। না-না-না মহারাজ! এ আপনার অনুচিত। চলুন, আমরা উদ্যানের ঐ কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি। রাজেন্দ্রনন্দিনীকে আপনি যে প্রকারে দেখতে পান, তার উপায় এর পরে করা যাবে। কপোতীমণ্ডলীর মধ্যে পক্ষিরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে, তারা কি সুখ-সম্ভোগ-পরিত্যক্ত হয়ে ভয়াভিভূত হয় না?

এ নগরে যে এত কুমারী কন্যা আছে, তা আমি জানতেম না। আমাদের যুবক ভায়ারা কি উদাসীনধর্ম্ম অবলম্বন করেচেন?

রাজা। (সহাস্য বদনে) এ বিষয়ে আমি কোনো উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু এই জানি যে, আপনার জানিত একজন যুবা পুরুষের ভাগ্যে ঔদাস্যই এক মাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েচে!

(নেপথ্যে পদশব্দ ও নূপুরধ্বনি)

মন্ত্রী। উঃ! এ যে রাজা দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী! তা আপনি যান রাজকুমারি! আর দেখ কাঞ্চনমালা! যদি দুই একটি, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যোগ্য পাত্রী দেখতে পাও, তবে সম্বাদ দিও।

কাঞ্চন। তোমার মুখে ছাই! এসো সখি, আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) সূর্য্যকিরণে গভীর নদের জল-মুখ উজ্জ্বল দেখা যায়। কিন্তু নিম্ন দেশ যে কিরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তা কে জানে? মুখে হাসলেম, কিন্তু হৃদয়ে যে সর্ব্বক্ষণ কি বেদনা, তা যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন। (প্রকাশ্যে) চলুন মহারাজ! আমরা উদ্যানের এক কোণে গুপ্ত ভাবে গিয়ে থাকি! ভগবতী অরুন্ধতীর আশীর্ব্বাদে আপনি অবশ্যই আজ সায়ংকালে সে অপূর্ব্ব রূপসীর পুনর্দ্দর্শন পাবেন।

[উভয়ে উদ্যানকোণাভিমুখে গমনোদ্যম।

(রাজকুমারী শশিকলার বেগে পুনঃপ্রবেশ)

শশি। দাদা! আজ আকাশের তারা ভূতলে পড়েচে!

রাজা। (ব্যগ্রভাবে) এর অর্থ কি দিদি?

শশি। বোধ করি, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতী ঐ এসেচেন! আমরা রমণী, তবুও তাঁর রূপ দেখলে আঁখি ফেরাতে পারি না। কি অপরূপ রূপ!

রাজা। দেখলে শশিকলা? আমি ত বলেছিলেম, এ স্বপ্ন নয়! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কোথায়?

শশি। তিনি ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ, ভগবান্ বশিষ্ঠ, আর রাজপুরোহিত ধর্ম্মের সহিত কোন ব্রত সমাধা কচ্চেন। ব্রত সম্পন্ন হলেই, রাজেন্দ্রনন্দিনী ইন্দুমতীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হবে। ভগবতী আমাকে এই কথা বল্লেন যে, যেমন তারাময়ী নিশাদেবী, উষাকে উদয়াচলের সহিত মিলিত করেন, সেইরূপ তিনিও রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

(নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি)

বোধ হয়, ভগবতী অরুন্ধতীর ব্রত সাঙ্গপ্রায়। তা এ সময় আমার ও স্থানে উপস্থিত থাকা উচিত। আমি যাই।

(নেপথ্যে গীত ;—ব্রতসাঙ্গ-বিষয়ক)

(রাজা ও মন্ত্রীর, উদ্যান-কোণাভিমুখে গমন)

রাজা। বলুন দেখি মন্ত্রী মহাশয়! এ বিবাহে আপনার কি আপত্তি?

মন্ত্রী। (অস্পষ্ট বাক্যে) আজ্ঞা আপত্তি কি, তা না, তবে কি, গান্ধাররাজবংশের সহিত এ রাজবংশের কথনো কোন পরিণয় হয় নাই। কিন্তু, পঞ্চালপতির বংশের অনেক রাজকুমারী এ রাজ্যের পাটেশ্বরী হয়েছেন। আর এ রাজবংশেরও অনেক কন্যা পঞ্চালরাজ্যের রাজাদিগের সহিত পরিণীতা হয়েচেন। এখন সহসা এ নিয়ম ভঙ্গ করা—

রাজা। ধিক্ মন্ত্রিবর! ভেবেছিলেম, আপনি সুনীতিজ্ঞ! তা এই কি নীতিজ্ঞান? আর আপনি কি পুরাণ-বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হয়েচেন? মহাভারতে কি আছে? গান্ধার-রাজকন্যা গান্ধারী দেবী রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরিণীতা হন। আর তাঁর কন্যা দুঃশলা, আমাদিগের পূর্ব্বমাতা। কেন না, তিনি এ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুণ্যাত্মা জয়দ্রথের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন; আমরা তাঁরি সন্তান। গান্ধার দেশের রাজবংশের রক্ত আমাদের সম্বন্ধে পরের রক্ত নয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞা তা সত্য বটে; তবু—

রাজা। আঃ—তবু, তবু, তত্রাচ, তত্রাচ, কিন্তু কিন্তু, এই যে আজকাল আপনার মুখে! আর কোনো শব্দই নাই! বৃদ্ধ বয়সে পাগল হচ্চেন না কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, একপ্রকার তাই বটে! তা আপনার হিতার্থে যদি পাগল হই, তাতেও দুঃখ নাই।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দার সহিত অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

রাজা। (অবলোকন করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি আমাকে ধরুন! (মূর্চ্ছা)

ইন্দু। (রাজাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি! শ্রীচরণে স্থান দিন, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি! স্বপ্নও কি কেউ সত্য দেখে? (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

শশি। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ভগবতি! এঁদের দুজনের পরস্পর সাক্ষাৎ করানো, কোন মতেই সমুচিত হয় নাই! তা চলুন, আমরা ইন্দুমতীকে পুনরায় দেবালয়ে লয়ে যাই।

[ইন্দুমতীকে লইয়া অরুন্ধতী, শশিকলা, সুনন্দা ও কাঞ্চনমালার দেবালয়ে প্রস্থান।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ওরে শীঘ্র জল নিয়ে আয়—

রাজা। (সংজ্ঞালাভানন্তর) মন্ত্রি! আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবধ শাস্ত্রে অতীব গর্হিত বলিয়া উক্ত হয়েছে, তা না হলে আমি বৃদ্ধ মন্ত্রী বধের ভয় কত্তেম না।

আপনি আমাকে দুঃখার্ণবে আরও মগ্ন করবার জন্যে এ ভান কেন করলেন? আপনি অবিলম্বে আমার মনোমোহিনীকে আনুন। আমার হৃদয় অন্ধকার ও মন উন্মত্তপ্রায় হয়েছে! নতুবা আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই বিস্মৃত হব! শীঘ্র উত্তর দাও!

মন্ত্রী। (সভয় কম্পে) মহারাজ! আমার কি সাধ্য যে, ইন্দ্রজালে আপনার মন ভুলাই।

রাজা। (উন্মত্তভাবে পরিভ্রমণ করিয়া) একবার বনদেবীর মায়াতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, তাতে কে এ আহুতি দিলে? কার এত সাহস? আমি সম্মুখে কেবল রক্তস্রোত দেখচি! আর ও কি? এক পরম সুন্দরী রমণী! রূপে—সেই আমার মনোমোহিনী! আর তাঁর হৃদয়ে এক ছুরিকা! হে বিধাতা! এ দেখে আমি এখনও বেঁচে আছি! রে কঠিন হৃদয়! তুই বিদীর্ণ হস্ না কেন? (পুনর্মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

মন্ত্রী। এই ত সর্ব্বনাশ হলো! আর এ সকলই আমার দুর্ব্বুদ্ধিতে! হায়! হায়! পদ্ম তুলতে গিয়ে আমার এই মাত্র লাভ হলো যে, মৃণালের কণ্টকে হস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল! (উচ্চৈঃস্বরে) ভগবতী অরুন্ধতি! রাজনন্দিনী শশিকলা! আপনারা এ দিকে একবার শীঘ্র আসুন। মহারাজের প্রায় আসন্নকাল উপস্থিত! হে সিন্ধুরাজকুলতিলক! হে নররাজ! তুমি কি এ প্রাচীন শুভানুধ্যায়ীকে বিস্মৃত হলে? হে নর-কার্ত্তিকেয়! বৃদ্ধ মহারাজ কি এই জন্য আমাকে এ পাপময় সংসারে রেখে গিয়েচেন! আমি তোমার এই দশা স্বচক্ষে দেখব? হে নরশার্দ্দূল! মধ্যাহ্নে কি রবিদেব অস্তাচলে গমন করবেন? তবে—তোমার—এ দশা কেন? (রোদন)

(বেগে অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

অরু। (সবিস্ময়ে) এ কি মন্ত্রিবর! এ কি!

(শশিকলা ও কাঞ্চনমালার মৃদু রোদন)

মন্ত্রী। আর কি বলবো ভগবতি!—রাজনন্দিনী ইন্দুমতীকে দেখে মহারাজের জ্ঞান-রবি বোধ হয় মোহ-তিমিরে চির আচ্ছন্ন হয়েচে!

অরু। (রাজার মস্তক গ্রহণ করিয়া) মন্ত্রিবর! আপনি সরুন, আমি দেখি, বিধাতা কি করেন।

(রাজার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে করিয়া মালা জপ)

রাজা। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ভগবতি! আপনারা এখানে কেন? আপনারা এখান থেকে যান। আপনাদের দেখলে আমার বোধ হয়, আপনারা যেন, আমার প্রাণের প্রাণকে, জীবনের জীবনকে অগ্নিতে ভস্ম করে এসেছেন! আমিও অপবিত্র!

কেন না, আমি এখন প্রাণশূন্য! আপনারাও এখন আর পবিত্র নন! কেন না, আপনারা শ্মশানভূমি পদস্পৃষ্ট করেছেন!

অরু। বৎস! শান্ত হও; শান্ত হও! এ প্রলাপ-বাক্য কি তোমার উপযুক্ত?

রাজা। ভগবতি! আপনারা যান।

অরু। বৎস! তোমাকে এ অবস্থায় কে পরিত্যাগ করতে পারে? (উচ্চৈঃস্বরে) রামদাস!

(নেপথ্যে)—ভগবতি!

অরু। শীঘ্র শান্তিজল আনয়ন কর।

(শান্তিজল হস্তে রামদাসের প্রবেশ)

অরু। (শান্তিজলে রাজমুখ প্রক্ষালন করিয়া) উঠ বৎস! যেমন নিশানাথ, রাহুর গ্রাস হতে মুক্তি পেয়ে, পুনর্ব্বার ভগবতী বসুমতীকে সহাস্যবদনা করেন, তুমিও তাই কর।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) ভগবতি! অভিবাদন করি, আশীর্ব্বাদ করুন!

অরু। বৎস! এখন ত সুস্থ হয়েছ?

মন্ত্রী। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণী আশীর্ব্বাদ করলেন না! পূর্ব্বে "চিরজীবী হও! চিরসুখী হও! বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন!" এই সকল কথা আশীর্ব্বাদস্থলে মুখ দিয়ে বহির্গত হতো, আজ আর তা নাই! পাছে আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হয়, বোধ করি এই ভয়ে, আশীর্ব্বাদ করলেন না! মহারাজের যে বিষম অমঙ্গল উপস্থিত, তার আর কোনো সন্দেহ নাই! অমঙ্গল সূচনার পূর্ব্বানুভবে এই এই লক্ষণ!

রাজা। জননি! আমার কি কুক্ষণে জন্ম! এ কুজীবন, আমি প্রায় স্বপ্নেই কাটালেম!

অরু। কেন বৎস! স্বপ্নে কেন?

রাজা। ভেবেছিলেম, আজ সায়ংকালে, রাজনন্দিনী ইন্দুমতীর চন্দ্রানন অবলোকন করে, পুনর্জ্জীবিত হবো। কিন্তু, তাঁকে যে কিরূপ দেখলেম,—যেমন স্বপ্নদেবী, মায়াময়ী নারীকে সঙ্গে করে, সুপ্ত জনের মনোরঙ্গ জন্মান, এও সেইরূপ হলো!

অরু। বৎস! এ তোমার ভ্রান্তি! সেই রাজনন্দিনী ইন্দুমতী, এই পুরীতেই আছেন। আর তোমার ভগ্নী শশিকলার সহিত এই অল্পকালের আলাপ পরিচয়ে তাঁর বিশেষ সম্প্রীত হয়েছে।

রাজা। (ব্যগ্রভাবে) তবে দেবি! আমি কি তাঁর চন্দ্রানন দেখতে পাই না?

অরু। বৎস! তা হতে পারে;—কিন্তু, তিনি কুলবালা;—আর কোন্ কুলবালা, তা তুমি ভালরূপ জান না। তিনি যে সহসা তোমার সহিত সাক্ষাৎ

করবেন, এ কোন মতেই সম্ভবে না। তুমি এখন রাজপুরীতে প্রবেশ করো; সমাগত কুলকন্যারা এই উদ্যানে বিহারার্থে আসবে; তা হলে অবশ্যই ইন্দুমতী তোমার দর্শনপথে পড়বেন। আর যদি তোমার তাঁকে কিছু বক্তব্য থাকে, তবে আপন ভগ্নী শশিকলাকে দিয়ে বলালেই হবে।

রাজা। (শশিকলার কর্ণে কিছু কহিয়া) এস মন্ত্রিবর! আমরা রাজপুরীতে প্রবেশ করি। [মন্ত্রী ও রাজার প্রস্থান।

অরু। (কাঞ্চনমালার প্রতি) কাঞ্চনমালা! রাজনন্দিনী ইন্দুমতী আর তাঁর সখীকে শীঘ্র এ স্থলে আহ্বান করো।

কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগবতি! [প্রস্থান।

অরু। (শশিকলার প্রতি) রাজনন্দিনি! তোমরা এখানে কিছু কাল সংগীতাদি আমোদে মহারাজের চিত্ত বিনোদন কর;—

শশি। জননি! আপনি কি তবে আশ্রমে যেতে ইচ্ছা করেন? তা হলে কিন্তু কিছুই হবে না। দাদা যদি আবার ঐরূপ বিচলিতমন হন, তবে কে রক্ষা করবে?

অরু। বৎসে! আমি যে শান্তিজলে ওঁর মুখ প্রক্ষালন করেছি, তাতে আর কোন ভয় নাই! অমৃত যাকে স্পর্শ করে, তার কি মরণাশঙ্কা থাকে? এর উদাহরণ-স্থলে, রাহু আর কেতুকে দেখ।

শশি। জননি! আপনার শ্রীচরণে এই মিনতি করি, আপনি এখানে থাকুন।

অরু। বৎসে! সাংসারিক সুখলোভে আমার মন সতত বিরত। তবে তোমার অনুরোধ অবহেলা কর্ত্তে মন চায় না। আচ্ছা, আমি এখানে থাকলেম।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ)

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি!—(করযোড় করিয়া) এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আমি যে আপনাকে প্রিয় সখী বলি, এ আমার অনুচিত কর্ম্ম। কিন্তু ভেবে দেখুন, জনকরাজতনয়া সীতাদেবী, সরমা রাক্ষসীকেও সখী বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, আমার কি তেমন সৌভাগ্য হবে!

ইন্দু। (শশিকলাকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয় সখি! প্রিয়তমে! তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ! তুমি ত আমার দাসী নও, আমিই তোমার দাসী। তোমার বাহুবলেন্দ্র ভ্রাতার রাজ্যে আমাদের বসতি।

শশি। প্রিয় সখি! ও সকল কথা বিস্মৃত হও। এ বসন্ত কাল। আর দেখ, আজ পূর্ণচন্দ্রালোকে আকাশ, পৃথিবী সকলই যেন ধৌত হয়েছে। আরো দেখ, এ উদ্যানে কত প্রকার সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে। আর শুনেছি, তোমার এরূপ সুমধুর কণ্ঠ যে, আকাশে খেচর, আর ভূতলে ভূচর,—তোমার সঙ্গীতধ্বনি শুনলে, সকলেই স্বকর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে, একতান মনে সেই সঙ্গীত শুনতে থাকে। তা প্রিয়

সখি! এ সুখে কি আমাদের বঞ্চিত করবে? এই আমার বীণাটি গ্রহণ করে,—একটি গীত গাও।

ইন্দু। সখি! সুকণ্ঠই বলো, আর কুকণ্ঠই বলো, তা সে সকল এখন আর নাই। এখন দুঃখের হলাহলে একপ্রকার নীলকণ্ঠ!—জর্জ্জরীভূতা হয়ে রয়েছি! তা তোমার সমান প্রিয়তমাকে অসন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য নয়; দাও, তোমার বীণা দাও।

(বীণা গ্রহণপূর্ব্বক গীত)

শশি। আহা! কি সুমধুর সঙ্গীত! (অরুন্ধতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি কি বলেন?

অরু। ত্রিদশালয়ে এইরূপ সঙ্গীত হয়।

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! এরূপ মধু-কোকিলাকে এ রাজপুরীর উদ্যানে কি প্রকারে চিরকাল আবদ্ধ করে রাখতে পারি, তার কোন উপায় তুমি বলতে পারো?

ইন্দু। সখি!—তুমি দেখচি এক জন মন্দ ঘটক নও। তার পরে কি বল দেখি?

শশি। তুমি কি তা বুঝতে পাচ্চ না? যেখানে দেবদেবী সকলেই অনুকূল, সেখানে মানব-হৃদয় কেন প্রতিকূল হবে? তা এসো, তুমি আমার ভগিনী হও!

ইন্দু। (সহাস্য বদনে) তার পর তুমি ননদী হয়ে, যার পর নাই জ্বালা দেবে বুঝি?

অরু। বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বৃদ্ধাদের শ্রোতব্য নয়।

(কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতিপূর্ব্বক মালা জপ)

প্রভো! তোমারি ইচ্ছা। সুবর্ণ-প্রজাপতি, অতি অল্পকাল মাত্র জীবন ধারণ করে,—আর যে অল্পকাল সে পুষ্পমধু পানে অতিপাত করে, এরাও তাই করুক! শমনের কোষযুক্ত সুতীক্ষ্ণ অসি সর্ব্বক্ষণ যে মস্তকোপরি রয়েছে, এ যে লোকে দেখতে পায় না, এ কেবল বিধাতার অসাধারণ অনুগ্রহ। প্রভো! তুমিই দয়াময়

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! আমার দাদার একটি প্রার্থনা।—তোমার নিকটেই প্রার্থনা।

ইন্দু। কি প্রার্থনা প্রিয় সখি?

শশি। (কর্ণমূলে)

ইন্দু। সখি! তোমাকে আমার দ্বিতীয় প্রাণ বলেছি, তোমার কাছে মনের কথা অব্যক্ত রাখা আমার ইচ্ছা নয়। এ প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নাই। কেনই বা থাকবে? আমি তোমার কাছে ধর্ম্মকে সাক্ষী করে, অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি, তোমার অগ্রজ ভিন্ন কখনো, অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করবো না। কিন্তু একটি বৎসর এ কর্ম্ম হবে না। আমার পিতার শুভার্থে, এক ব্রতারম্ভ করেছি।

শশি। প্রিয় সখি! তুমি এ অঙ্গীকারটি ভগবতী অরুন্ধতীর সম্মুখে কর।—(উচ্চৈঃস্বরে অরুন্ধতীর প্রতি) ভগবতি! আপনি একবার এ দিকে পদার্পণ করুন।

(অরুন্ধতীর প্রবেশ)

শশি। ভগবতি! আপনি শুনুন, প্রিয় সখী ইন্দুমতী এই অঙ্গীকার কচ্চেন যে, দাদাকে ভিন্ন উনি অন্য কোন পুরুষকে পতিত্বে গ্রহণ করবেন না। কিন্তু, এক বৎসরকাল এ কর্ম্ম সম্পন্ন হবে না।

অরু। (ইন্দুমতীর প্রতি) কেমন বৎসে! এ কি সত্য?

ইন্দু। (ব্রীড়া সহকারে মস্তক অবনত করণ)

সুন। আজ্ঞা হাঁ, আমার প্রিয় সখীর এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; আর এই-ই তাঁর মনের বাঞ্ছা।

অরু। এ উত্তম সঙ্কল্প! রাত্রি অধিক হতে লাগ্‌ল; তোমরা সকলে নিজ ভবনে যাও;—আর আমিও এখন আশ্রমে যাই। দেখ শশি! তোমার প্রিয় সখীর সহিত জনকয়েক রক্ষক দাও, নাগরিক উৎসব এখনো সাঙ্গ হয় নাই। আর দেখ কাঞ্চনমালা! তুমি মন্ত্রী মহাশয়কে একবার আমার এখানে পাঠিয়ে দাও।

শশি ও কাঞ্চন। যে আজ্ঞা ভগবতি!

[অরুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু। (পরিভ্রমণ করিয়া স্বগত) প্রভো! তুমিই সত্য। মহারোগে মহৌষধই আবশ্যক করে। আর যদিও, সে মহৌষধ রোগীর পক্ষে কিছুক্ষণ ক্লেশজনক হয়ে দাঁড়ায়, তবুও তাতে বিরক্ত হওয়া অনুচিত কর্ম্ম। যে প্রেমাঙ্কুর ভাগ্যদোষে এদের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েচে, সে অঙ্কুরকে যে প্রকারে হয় উন্মূলিত করতে হবে! তা না করলে, আর রক্ষা নাই।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) আসুন মন্ত্রিবর! মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেছেন।

অরু। এখন কি কর্ত্তব্য, তা বলুন দেখি।

মন্ত্রী। দেবি! আমি যেন ভয়াকুল সাগরতরঙ্গে পড়েছি! কোন্ দিকে গেলে যে রক্ষা পাব, তা বুঝতে পারছি না। আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি, আপনি কি বলেন?

অরু। শুনুন, এরূপ জনরব হয়েছে যে, গুর্জরের রাজা, রাজকর না দেওয়াতে গান্ধারের বর্ত্তমান অধিপতি ধূমকেতু সিংহ সসৈন্যে গুর্জরদেশ আক্রমণ কত্তে এসেছেন। আপনি অনতিবিলম্বে তাঁকে পত্রিকার দ্বারা এই সংবাদ প্রেরণ করুন যে,

গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব রাজা, তাঁর একমাত্র কন্যা ইন্দুমতীর সহিত এই নগরে ছদ্মবেশে আছেন।

মন্ত্রী। ভগবতি! এতে কি ফল লাভ হবে?

অরু। আপনি কি দেখছেন না যে, পত্র পাঠ মাত্র সে অধর্ম্মাচারী এই কন্যারত্ন ইন্দুমতীকে অবশ্যই চেয়ে পাঠাবে। কেন না, তার পুত্র জয়কেতুর সহিত এ কন্যার পরিণয় হলে, পরিণামে তার রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। আর যদি পঞ্চালাধিপতি রোষপরবশ হয়ে, মহারাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তবে অজয় কখন ধূমকেতুর সহিত শত্রুভাবে প্রবৃত্ত হবে না। সত্য বটে, ইন্দুমতীকে ধূমকেতুর হস্তে দিতে অজয় বিষম মনঃপীড়া পাবে, কিন্তু আপনাকে আমি বারম্বার বলেছি যে, মহারোগে মহৌষধির আবশ্যক। যে বিবাহে দেবতারা প্রতিকূল, যা নিবারণার্থে স্বর্গীয় মহারাজের পবিত্র আত্মা পুনঃ পুনঃ ভূতলে অবতরণ করেছেন, সে বিবাহে সম্মতি দিলে, রাজার আমরা অশ্রেয়সাধক হব। আর, মহারাজ আমাদের যে ভার দিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তারও প্রতিকূল অনুষ্ঠান করা হবে। এখন আপনি কি বলেন?

মন্ত্রী। (চিন্তা করিয়া) দেবি! এ আপনার দৈব বুদ্ধি! আপনি দেবাদিদের মহাদেবের সেবা বৃথা করেন নাই! তিনিই আপনাকে এ দেবদুর্লভ জ্ঞান দিচ্ছেন। আমি আপনার প্রস্তাবে সর্ব্বথা অনুমোদন করলেম, কল্য প্রত্যুষেই গুর্জর নগরে দূত প্রেরণ করবো। এখন রাত্রি অধিক হয়েছে। অনুমতি হয় তো বিদায় হই।

অরু। আমিও এখন আশ্রমে যাই।

মন্ত্রী। বলেন তো সঙ্গে রক্ষক দিই।

অরু। (সহাস্য বদনে) আমাকে এ নগরের কে না চেনে? বিশেষতঃ, আমার রামদাস বীরভদ্র অবতার। তবে চলুন। এস রামদাস!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গুর্জর নগর ;—সম্মুখে গান্ধার-রাজশিবির

(রক্ষক ও দৌবারিক দণ্ডায়মান)

রক্ষক। (পরিভ্রমণ করত স্বগত) এ যুদ্ধে মহারাজের স্বয়ং আসা ভাল হয় নাই। আমাদের সেনাপতি মহাশয় একলা হলেই এ দেশ আমাদের পদানত হতো। কিন্তু আমি দেখছি, যারা নিজে অধর্ম্মাচারী, তারা অপর ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করে না। বোধ হয়, আমাদের মহারাজ এই ভাবেন যে, উনি স্বয়ং যে উপায়ে রাজ্যলাভ করেছেন, হয়তো সেনানীও তাই করবেন।

(একমনে চৌদিকে ভ্রমণ ও দূতের প্রবেশ)

রক্ষক। কে তুমি ?

দূত। আমি সিন্ধুদেশাধিপতির দূত। রাজাধিরাজ ধূমকেতু সিংহের নামে পত্রিকা আছে।

রক্ষক। (দৌবারিকের প্রতি) ওহে দৌবারিক !

দৌবা। কি ভাই !

রক্ষক। এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে রাজগোচরে লয়ে যাও।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

দৌবা। ঐ যে মহারাজ, এই দিকেই আসচেন।

(ধূমকেতু, মন্ত্রী ও সেনানীর প্রবেশ)

দূত। মহারাজের জয় হোক !

রাজা-ধূম। আপনি কে ?

দূত। মহারাজ ! আমি ব্রাহ্মণ। সিন্ধুদেশ হতে রাজসমীপে একখানি পত্রিকা আনয়ন করেছি।

(পত্র দান)

রাজা-ধূম। (পত্র পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে) অ্যাঁ !—এ কি !

মন্ত্রী। কি মহারাজ ?

রাজা-ধূম। পত্র পাঠ করে দেখ।

(মন্ত্রীর হস্তে পত্র প্রদান)

মন্ত্রী। (পাঠ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! উত্তর গো-গৃহে রাজা দুর্য্যোধন যে ফল লাভ কত্তে পারেন নি, আমরা এই গুর্জর নগরে এসে সেই ফল লাভ করলেম।

সেনানী। বৃত্তান্তটা কি মন্ত্রী মহাশয়?

মন্ত্রী। পত্র পাঠ করুন।

(পত্র প্রদান)

সেনানী। (পত্র পাঠ করিয়া) এত দিনের পর দেবগণ, হে মহীপতি! আপনার প্রতি প্রকৃতরূপে প্রসন্ন হলেন্। রাজকুমারের সহিত ইন্দুমতীর পরিণয় হলে, আমাদের রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে, আর যেমন অনেক নদ দুই মুখে বিভক্ত ও অভিধাবিত হয়ে পরিশেষে সাগরদ্বারে আবার মিলিত হয়, সেইরূপ মহারাজের ভূতপূর্ব্ব রাজবংশ বিভিন্ন মুখে অভিধাবিত হলেও, এই বিবাহ ব্যাপারে মিলিত হয়ে যায়। তা মহারাজ! এই মুহূর্ত্তেই ইন্দুমতীকে সিন্ধুদেশের রাজার নিকট চেয়ে পাঠান। আর অনুমতি হয় তো দূতের সহিত আমি স্বয়ং সিন্ধুদেশে যাই। যদি সিন্ধুরাজ আপনার আজ্ঞা অবহেলা করেন, তবে তাঁর রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবো। গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ অতীব বৃদ্ধ; তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিলেই তাঁর জীবনের এ সায়ংকাল সুখে অতিবাহিত হবে।

রাজা-ধূম। ভীমসিংহ! তুমি আমার যথার্থ বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী. চলো, এ বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রণা করা যাক্‌গে। মন্ত্রি! দেখ, এই সমাগত দূত মহাশয়কে যথোচিত আতিথ্যচর্য্যার সুবিধা করে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য! [সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর—রাজমন্দির

মন্ত্রী। (আসীন—স্বগত) অদ্য প্রায় দশ একাদশ মাস অতীত হলো, মহারাজ কোন মতেই রাজকার্য্যে মনোযোগ দেন না। আমার স্কন্ধেই সকল ভার। যদি যৌবনকালে হতো, তা হলে কোন হানিই ছিল না। কিন্তু, জীবনের অপরাহ্নকালে, এত পরিশ্রম অসহ্য হয়ে পড়েছে। উঃ! অদ্য আমি মুমূর্ষুপ্রায়। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর এ কি অমনোযোগের সময়! পঞ্চালাধিপতির দূত যুদ্ধে আহ্বানার্থে এ নগরে প্রবেশ করেছে! বোধ করি, গুর্জর নগর থেকেও দূত আগতপ্রায়।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মন্ত্রী মহাশয়! গান্ধারাধিপতির প্রেরিত দূত ও সেনানী নগর-তোরণে উপস্থিত। কি আজ্ঞা হয়?

মন্ত্রী। নগরপালকে বল, তিনি উভয়কে সম্মান সহকারে গ্রহণ করেন, আমি একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি।

দৌবা। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) হে বিধাতঃ! ভগবতী অরুন্ধতী আর আমি, আমরা দুজনে যে কর্ম্ম করেছি, তাতে যেন মহারাজের কোন বিঘ্ন বিপত্তি না হয়! এইমাত্র আপনার নিকট প্রার্থনা।

(অরুন্ধতীর প্রবেশ)

অরু। (আসন গ্রহণ করিয়া) এ কি সত্য মন্ত্রিবর! পঞ্চালাধিপতি আমাদের মহারাজকে যুদ্ধে আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ করেছেন? আর না কি গুর্জর দেশ থেকে রাজা ধূমকেতুর দূত ও সেনানী দশ সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে? তা মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! আর কি বল্‌বো! এ সকলিই সত্য! এ দিকে মহারাজ প্রায়ই শয়নমন্দির পরিত্যাগ করেন না!

অরু। কি সর্ব্বনাশ! তিনি এই স্থানে বিদেশীয় মহদ্ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করবেন? তারা কি ভাববে, সিন্ধুরাজপুরীতে একটি সভা নাই। আপনি মহারাজকে আমার নাম করে শীঘ্র আহ্বান করুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা দেবি! [মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) রাজসভাতে এ সকল সমাগত ব্যক্তির সহিত যথাবিধানে সাক্ষাৎ না করলে আর মান থাকবে না। অজয় যে এত বিহ্বল হবে, এ আমি কখনই মনে করি নাই। তা দেখি, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে।

(রাজার সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) অজয়! তুমি কি বৎস, সম্ভ্রান্ত বিদেশী জনগণের সহিত এই বেশে এই মন্দিরে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা কর? আগন্তুক মহোদয়েরা মনে কি ভাববেন?—সিন্ধুরাজপ্রাসাদে কি রাজসভা নাই? আর সিন্ধুরাজের এ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরিচ্ছদ নাই? বৎস! তোমার এ অবস্থা কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতি! এ সংসার মায়াময়। আর জীবন এক স্বপ্ন-স্বরূপ। রাজমহিমা, রাজপরিচ্ছদ, এ সকল বৃথা।

অরু। তবুও বৎস! এই বৃথা দ্রব্য, বৃথাভিমান লয়ে ভবাদৃশ লোকেরা সুখে কালাতিপাত করছেন। তোমার প্রজাবর্গ, সতৃষ্ণ নয়নে তোমার এই রাজভবনের দিকে চেয়ে আছে। অবহেলা-রূপ কীট দিয়ে এ প্রজাভক্তিরূপ কোরক কেন নষ্ট করতে চাও!

রাজা। জননি! আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু, আমি এত দুর্ব্বল যে, প্রায় পদসঞ্চালনে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এখানে যে এসেছি, সে কেবল আপনার নাম শুনে।

অরু। (স্বগত) এক বৎসর পূর্ব্বে এর শারীরিক কাঞ্চনকান্তি, দর্শকের চক্ষু বিমোহিত করতো। বোধ করি, কৃত্তিকাবল্লভ কুমারও এরূপ রূপের নিকট পরাস্ত মানতেন। কিন্তু, কি পরিবর্ত্তন! (প্রকাশ্যে) রামদাস!

রাম। (নেপথ্যে) ভগবতি!

অরু। আমার ঔষধের কৌটা শীঘ্র আনো।

(কৌটা লইয়া রামদাসের প্রবেশ)

অরু। (কৌটা হইতে ঔষধ লইয়া রাজাকে প্রদানপূর্ব্বক) গুরু শুক্রাচার্য্য, যিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে কালের করাল গ্রাস হতে শূন্য দেহে পুনর্ব্বার প্রাণ আনয়ন করেন, তিনিই এ মহৌষধির সৃষ্টিকর্ত্তা। এ ঔষধে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কিয়ৎ পরিমাণ গুণ আছে। এ শূন্য দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার করে না বটে, কিন্তু দুর্ব্বল দেহকে সম্যক্ সবল করে।

রাজা। (ঔষধ গ্রহণ করিয়া) ভগবতি! আপনিই ধন্য! (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! রাজসভার সজ্জা করণার্থ উদ্যোগ করুন!

মন্ত্রী। (স-উল্লাসে) হে আয়ুষ্মন্! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরজয়ী করুন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

অরু। শুন অজয়! তুমি বৎস, কোন বিধায়ে এত অধৈর্য্য হয়ো না। আমাদের এ বিষম সঙ্কটের সময়। সমাগত বিদেশীরা যে যা বলে, সাবধানে সে সকল শ্রবণ করো, তত্তদ্বিধায়ে বিহিত বিবেচনা করো। তোমরা ক্ষত্রিয়, সহজেই ক্রোধপরতন্ত্র, কিন্তু এ সময়ে ক্রোধের তাপে মনকে উত্তপ্ত হতে দিও না। সকলকেই এই উত্তর দিও যে, আপনারা অদ্য এ ক্ষুদ্র নগরে আতিথ্য গ্রহণ করুন; আমি মন্ত্রিবর্গ ও নগরস্থ প্রধান আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণা করে যথাবিধি উত্তর আগামী কল্য দিব।

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

রাজা। যে আজ্ঞা জননি!

রাজা। (স্বগত) আবার!—আবার এ বৃথা রাজমহিমাগর্ব্বে কি ফল? হায়! এ রাজ্যে কত শত সহস্র প্রজা আছে, যারা দুঃসহ ক্লেশপরম্পরায় দিনরাত্রি অতিবাহিত করে। তবু তারা যদি আমার হৃদয়ের বেদনা জানতে পারে, তা হলে বোধ হয়, আমার এ রাজমুকুট, পদাঘাতে দূরে ফেলে দেয়। আর এ বৈজয়ন্ত সমান রাজপ্রাসাদকে ঘৃণা কোরে, স্ব স্ব ক্ষুদ্রতর কুটীরকে সুখ সন্তোষের আলয় জ্ঞান করে। হে বিধাতঃ! লোকে ভাবে, ঐশ্বর্য্যই সুখ;—কিন্তু এ কি ভ্রান্তি! সূর্য্যের প্রখর তাপে তাপিত হয়ে, কৃষিবৃত্তি পরিচালনা করা, রাজ-পদ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়স্কর।

যদি মনে জানা যায় যে, যে আমার জীবনার্দ্ধ,—যাকে প্রাণ দিবারাত্রি প্রার্থনা করে, আমার পরিশ্রমের ফল আমি তার সঙ্গে ভাগ করবো, তা হলে কি সুখ ! যাই এখন, সং সাজিগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুনগর ;—রাজসভা।

(কতিপয় নাগরিক আসীন)

প্র-না। মহারাজ যে, এত দিনের পর রাজসভায় আসচেন, এ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। প্রজাবর্গের আজ যে কিরূপ হৃদয়ানন্দের দিন, তা অনুভব করা আমার শক্তির অতীত। বোধ করি, চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসান্তে, শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় পুনরাগমনেও প্রজাবৃন্দের এত আনন্দ লাভ হয় নাই।

দ্বি-না। বলুন দেখি কশ্যপ মহাশয় ! মহারাজের এ অবস্থা কেন ঘটেছিল ?

প্র-না। মহাশয় ! জনরবের অসংখ্য জিহ্বা। কোন্‌টা যে কি বলে, তার নিয়ম কি ? তবে আনুমানিক সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে, মহারাজের বর্ত্তমান চিত্তবৈকল্যের হেতু উপস্থিত বিবাহসম্বন্ধীয় আন্দোলন হতে জন্মেছে।

তৃ-না। মহাশয় ! বিধাতা স্ত্রীলোকদিগকে সৃষ্টি করেছেন কেন ?

প্র-না। (সহাস্য বদনে) তা না করলে, তোমার ন্যায় বিদ্যারত্ন কি এ নগরে পাওয়া যেত ?

তৃ-না। আজ্ঞে হাঁ, তা বটে ! কিন্তু তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, সকল যুগে স্ত্রীলোকেই পুরুষ দলের সর্ব্বনাশের মূল ! সত্যযুগে দুঃশাসন, দ্রৌপদীকে অপমান না করলে, বোধ হয় কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামের সূত্রপাতই হতো না। আরো দেখুন, দ্বাপরে সীতার লোভে রাবণ রাজা সবংশে বিনষ্ট হলো। আরো যে পুরাণে কত কি আছে, তা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন।

প্র-না। (জনান্তিকে দ্বিতীয়ের প্রতি) ভায়া আমাদের বিষ্ণুশর্ম্মার টোলে বিদ্যাভ্যাস করেছেন ! পুরাণের যুগগুলি ঠিক ঠিক মুখস্থ আছে।

দ্বি-না। (জনান্তিকে প্রথমের প্রতি) তা না হলে আর এত অগাধ বিদ্যা !— কতকগুলো টুলো পণ্ডিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে ফাঁসি দেন ! বিদ্যা-বিষয়ের গণ্ডগোল খুব ; কিন্তু, অহঙ্কারের শেষ নাই। কে ও, তার্কিক, কে ও, তান্ত্রিক, কে ও, পৌরাণিক, কে ও, স্মার্ত্ত ! আমার জ্ঞানে সকলেই শিক্ষিত শুক সদৃশ। কি যে বক্তৃতা করেন, স্বয়ংই তার অর্থ গ্রহণ করতে অক্ষম। কেউ চণ্ডী

পাঠ করেন, কিন্তু তার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" অর্থাৎ যা দেবী, সকল ভূতের কাছে যা!—কিম্বা যে দেবী সকল ভূতের কাছে যায়।

(নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি)

তৃ-না। (স-উল্লাসে) ঐ শুন্থন। কালিদাস বলেচেন যে, সূর্য্যের সন্দর্শনে কুমুদ যেমন প্রফুল্ল হয়, মহারাজের আগমনে আমারও মন তেমনি হলো।

প্র-না। ভালো নকুল! এ শ্লোকটি কালিদাসের কোন্ কাব্যে পড়েছ ভাই?

তৃ-না। বোধ করি,—বোধ করি,—বোধ করি, যেন অনর্ঘ্য রাঘবে হবে! তাতে যদি না হয়, তবে—তবে—শিশুপালবধে যে পাবে, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্র-না। এ সকল কি কালিদাসকৃত?

তৃ-না। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? আপনি জানেন না "কাব্যেষু—মাঘ" "কবি কালিদাস" অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে যে মাঘ, তায় কবি কালিদাস, এখানে "তস্য" শব্দটি উহ্য আছে।

প্র না। আচ্ছা, শিশুপালবধের নাম "মাঘ" হলো কেন?

তৃ-না। মহাশয়! অথর্ব্ববেদের এক স্থানে লিখিত আছে যে, কালিদাস মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে শিশুপালবধ কাব্যখানি সমাপ্ত করেন, তাতেই ওঁর এক ন'ম মাঘ হয়েছে।

প্র-না। ভাই! তুমি যে স্বয়ং সরস্বতীর বরপুত্র!

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

দ্বি-না। মহাশয়! ঐ শুন্থন, মহারাজ আগতপ্রায়।

(নেপথ্যে বন্দীর গীত)

(রাজা, মন্ত্রী ও কতিপয় রাজপুরুষের প্রবেশ)

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) মহারাজের জয় হোক!

রাজা। (ধীরে ধীরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া) শরীরের অস্থস্থতা নিবন্ধন আমি এত দিন এ রাজসভায় উপস্থিত হই নাই। কিন্তু যেমন বিদেশে থাকলেও পিতার মন, সন্তানাদির শুভ কামনায় সর্ব্বক্ষণ সচিন্তিত থাকে, আমারও মন তেমনি আপনাদের শুভ সঙ্কল্পে পরিপূর্ণ ছিল। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিবর! যে সকল দূত, ভিন্ন দেশীয় রাজর্ষিগণের নিকট হতে এ রাজধানীতে আগমন করেছেন, তাঁদের সকলকেই সভাতে আহ্বান করুন। আমি অতিশয় দুর্ব্বল। অতএব, সংক্ষেপে আলাপাদি সমাধান করা আবশ্যক।

মন্ত্রী। আয়ুষ্মন্! আপনি দীর্ঘজীবী ও চিরবিজয়ী হউন!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

প্র-না। আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তুমি কি দুরন্ত রাহুকে এরূপ সুবিমল শারদীয় পূর্ণচন্দ্র গ্রাস করতে দাও? মহারাজের শরীরের সে স্বর্ণকান্তি এখন কোথা?

তৃ-না। মহাশয়! আপনার আক্ষেপোক্তিতে ঘটকর্পরের নৈষধচরিতের একটি শ্লোক আমার মনে পড়ছে;—তস্মিন্ন দৌ কতিচিদবলা বিপ্রযুক্ত সঃকামী, নীত্বা মাসান্ কনক বলয় ভ্রংস রিক্ত প্রকার্য্য, এ স্থলে কোলাহল ভল্লীনাথের টীকা অতীব মনরম। যখন মহারাজ নলের শরীরে কলি প্রবেশ করেন, তৎকালে তাঁরো এই দশা ঘটেছিলো।

প্র-না। ভাই! রক্ষা করো!

(বৈদেশিক দূতদ্বয়ের সহিত মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার! এই মহামতি পঞ্চালাধিপতির দূত, ইনি জাত্যংশে ব্রাহ্মণ।

রাজা। দূতবর, প্রণাম করি! আসন গ্রহণ করুন।

দূত। মহারাজ! মদ্দেশীয় রাজকুলচক্রবর্ত্তী পরন্তপ রাজসিংহ পঞ্চালাধিপতির এরূপ আদেশ নাই যে, আমি আপনার গৃহে আসন গ্রহণ করি। মহারাজ আপনাকে এই অস্ত্রখানি প্রেরণ করেছেন। (তলবার প্রদর্শন করিয়া) তাঁর অস্ত্রাগারে এরূপ অসংখ্য অস্ত্র আছে। প্রতি অস্ত্র আপনার যোধদলের রক্তস্রোতে স্মিত হবে। (রাজসিংহাসন সম্মুখে তলবার নিক্ষেপ) এ বিবাদের কারণ আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন।

রাজা। (সরোষে) এ কি বিষম প্রগল্‌ভতা?

দূত। (করযোড় করিয়া) ধর্ম্মাবতার! আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এ প্রগল্‌ভতা আমাদের নয়।

রাজা। ঠাকুর! আমি তা বিলক্ষণ বুঝি। তুমি প্রণেধি মাত্র। যা হোক, অদ্য আতিথ্য পুনঃ গ্রহণ কর, কল্য সমুচিত উত্তর পাবে।—এক্ষণে বিদায় হও।

[প্রথম দূতের প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রবর! আর কোন দূত উপস্থিত আছেন?

মন্ত্রী। মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ রাজা ধূমকেতুর দূত।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) মহাশয়! কি উদ্দেশে রাজা ধূমকেতু আপনাকে এ ক্ষুদ্র নগরে প্রেরণ করেছেন?

দূত। মহারাজ! পঞ্চালপতির দূতের ন্যায় আমার মহারাজ রণপ্রয়াসে আমাকে পাঠান নাই। পূর্ব্বকালে, মকরধ্বজ নামে গান্ধার দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা; তাঁর নাম ইন্দুমতী। প্রজাবর্গ রাজার প্রতি বিরক্ত হয়ে, সেই ভূতপূর্ব্ব রাজা মকরধ্বজকে সিংহাসনচ্যুত করে বাহুবলেন্দ্র ধূমকেতু সিংহ মহাশয়কে

সিংহাসন অর্পণ করেছে। সেই রাজা মকরধ্বজ, ইন্দুমতীর সহিত এই রাজধানীতে ছদ্মবেশে বাস করছেন। মহারাজ এই চাহেন যে, আপনি সেই রাজকুমারী ইন্দুমতীকে অতি শীঘ্র গুর্জর দেশে তাঁর শিবিরে প্রেরণ করেন। এই সিন্ধু প্রদেশের রাজবংশ, গান্ধারের রাজর্ষিদের পরমাত্মীয়। আপনার পূর্ব্বপুরুষ বীরসিংহ জয়দ্রথ গান্ধারী দেবীর কন্যা দুঃশলাকে বিবাহ করেন। আপনি তাঁরই সন্তান,—মহারাজের কোন মতে ইচ্ছা নয় যে, এতাদৃশ সামান্য বিষয়ে আত্মীয় বিচ্ছেদ হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ কি বিপদ্! (প্রকাশ্যে) ভাল, দুতপ্রবর! এক জন আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গলার্থে যদি এ প্রস্তাবে অসম্মত হই, তবে গান্ধারপতি কি করবেন?

দূত। (করযোড় করিয়া) নরপতি! তা হলে, এ অধীনকেও রাজসমীপে কোষমুক্ত অসি নিক্ষেপ করতে হবে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) কেমন হে মন্ত্রিবর! আমাদের যে বিরাট রাজার দশা ঘটলো! উত্তর গোগৃহে, আর দক্ষিণ গোগৃহে। তা দেখা যাবে, ভাগ্যে কি আছে! আপনি এখন এ দূত মহাশয়েরও আতিথ্য সৎকারের আয়োজন করুন। (দূতের প্রতি) অদ্য বিশ্রাম করুন, কল্য এর যথোচিত উত্তর দেওয়া যাবে।

দূত। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য! [মন্ত্রী ও দূতের প্রস্থান।

রাজা। হে সভাসজ্জনগণ! আমাদের এ রাজ্য বীরপ্রসূত বোলে ভুবনবিখ্যাত ছিল। তা আমরা এখন কি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি যে, অঙ্গদের ন্যায় এই সকল রাজচর সভায় প্রবেশ কোরে, এত প্রাগল্ভ্য প্রদর্শন করে? কিন্তু দুত অবধ্য। সে যা হোক, আপনারা সকলে অদ্য অপরাহ্নে মন্ত্রভবনে পদার্পণ করলে, এ বিষয়ের কর্ত্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করা যাবে।

সকলে। মহারাজের জয় হোক!

(নেপথ্যে বন্দীর বন্দনা)

রাজা। এখন সভা ভঙ্গ করা যাক। আপনারা বিদায় হোন।

সকলে। মহারাজের জয় হোক!

(দূরে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি)

[রাজা ও রাজপুরুষগণের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সিন্ধুতীরে পর্ব্বততলে উদ্যান ;—কিঞ্চিদ্দূরে সিন্ধু নগর ; অদূরে অরুন্ধতীর আশ্রম।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দা আসীনা)

ইন্দু। সখি! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী কি আমার অশুভানুধ্যায়ী ?

সুন। সখি! তাও কি কখনো হয় ? তপস্বিনীরা সহজেই দেবনারীসদৃশী—স্নেহমমতাময়ী। ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা-রূপ বিষবৃক্ষ তাঁদের মনঃক্ষেত্রে কখনই জন্মে না।

ইন্দু। আচ্ছা, তবে ইনি এ সম্বৎসর আমাকে কেন বঞ্চিত করলেন ?

সুন। এখন সখি, আমি তোমাকে বলতে পারি, তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই ? তুমি কি শুন নাই যে, পঞ্চালাধিপতি মহারাজের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধোদ্যোগ করছেন ? আর দুরাচার ধূমকেতু,—বিধাতা তাকে নির্ব্বংশ করুন,—তুমি যে এখানে গুপ্ত ভাবে আছ, এই বার্ত্তা পেয়ে, রাজার কাছে সে তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। মহারাজ যদি তোমাকে এই দণ্ডেই তার দূতের হস্তে অর্পণ না করেন, তা হলে, সে এ রাজ্য ভস্মসাৎ করবে!

ইন্দু। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ!—তুই বলিস্ কি ?

সুন। তুমি জানো, ভগবতী অরুন্ধতী ভবিষ্যদ্বাদিনী, এই সকল জেনেই তিনি এ বিবাহে প্রতিবন্ধকতা করবার সঙ্কল্পে এই এক বৎসর ছল করেছিলেন! যদি মহারাজের সহিত তখন তোমার বিবাহ হতো, আর অবশেষে তিনি অসমর্থ হয়ে, তোমাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করতেন, তা হলে যে, তোমার তারার দশা ঘটতো! বালীর পরে সুগ্রীবকে বরণ করতে হত!

ইন্দু। (সক্রোধে) দূর সুনন্দা! দূর হ! যত দিন, খড়্গে মানববক্ষ বিদীর্ণ হয়, যত দিন, বিষস্পর্শে প্রাণপতঙ্গ শূন্যে পালায়, যত দিন জলতলে, শমনের করাল করস্পর্শে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, যত দিন, হুতাশনের উত্তপ্ত ক্রোড়ে দেহ ভস্মীভূত হয়, তত দিন, আমার বংশীয় রমণীগণের এরূপ কলঙ্কঘনজালে, জীবনতারা আচ্ছন্ন হয় নাই, হবারও আশঙ্কা নাই। তা এ সকল সম্বাদ তোমাকে কে দিলে ?

সুন। আজ অপরাহ্ণে রাজপুরীতে এক মহাসভা হয়েছে, নগরস্থ প্রবীণ ও প্রাচীন জনগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হয়েছেন, অরুন্ধতী দেবীও সেখানে গিয়েছেন। রামদাস কোন কর্ম্মানুরোধে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন, এ সকল কথা আমি তাঁরি মুখে শুনেছি।

ইন্দু। তা রামদাস ঠাকুর কি বল্লেন ?

সুন। তিনি বল্লেন, এখনো কিছু নির্ণীত হয় নাই। মহারাজ, প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়! ভগবতী অরুন্ধতী, রাজনন্দিনী শশিকলা আর মন্ত্রী মহাশয় ব্যতীত, কেউ কথা কইতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু মহারাজ ক্রমশ শান্ত হচ্ছেন।

ইন্দু। যাক প্রাণ, কিন্তু কুলকলঙ্কিনী হবো না!

সুন। সখি! তুমি কি বলছো?

ইন্দু। আর কিছু না। তোকে জিজ্ঞাসা করছি যে, সিন্ধুনদ, কলকলধ্বনিতে কি বলছেন? আর কেনই বা চন্দ্রকম্পনে থর্ থর্ করে কাঁপছেন?

সুন। সখি! এ কি বিলাসের দিন?

ইন্দু। (গাত্রোত্থান করিয়া) না কেন? যখন বিধাতার বিশ্বরাজ্যে সর্ব্বজীব সুখী, তখন আমরা অসুখিনী হব কেন? (পরিভ্রমণ করিয়া) ধূমকেতু সিংহ! সখি! সে না এক জন বৃদ্ধ পুরুষ?

সুন। হাঁ সখি! কিন্তু জয়কেতু নামে তাঁর এক অতীব সুপুরুষ যুবক পুত্র আছে।

ইন্দু। হা! হা! হা! ব্রাহ্মণী আর চণ্ডাল! অমরাবতীর সিংহাসনে দুরাচার দানবের উপবেশন! চল সখি, এই জয়কেতুকে বিবাহ করা যাক্ গে! আর তুই আমার সতীন হোস! হা! হা! হা!

সুন। ছি সখি! তুমি সহসা এমন হলে কেন?

ইন্দু। দেখিস্ সখি! সিন্ধুদেশের রাজা, রাজ্যের বিনিময়ে আমাকে ধূমকেতুর হস্তে সমর্পণ করবেন! আমার পিতা শুভ ক্ষণে বণিক্-বেশ ধারণ করেছিলেন! তাঁর একটি মাত্র কন্যা, সেটিও আজ বিনিময় হতে যাচ্চে!

সুন। (সভয়ে) এ কি সর্ব্বনাশ! প্রিয় সখী কি উন্মত্তা হলেন! (দূরে দেখিয়া) আঃ! বাঁচলেম! ঐ যে ভগবতী অরুন্ধতী আর রাজনন্দিনী শশিকলা কাঞ্চনমালার সঙ্গে এ দিকে আসছেন।

(অরুন্ধতী, শশিকলা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

শশি। (ইন্দুমতীকে আলিঙ্গন করিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন)

ইন্দু। সখি! তুমি কাঁদো কেন?

শশি। প্রিয় সখি! তোমার মত অমূল্য ধন হারাতে গেলে, কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? তোমাকে কাল রাজা ধূমকেতু সিংহের শিবিরে গুর্জর নগরে যেতে হবে! প্রিয় সখি! দুটি প্রাণ তোমার সঙ্গে যাবে।—আমার প্রাণ, আর আমার দাদার প্রাণ! আর এ নগরের আলোও তোমার সঙ্গে যাবে! (রোদন)

ইন্দু। কাল সখি? তা বেশ হয়েছে! আমার জন্যে তোমার দাদা তাঁর এ বিপুল রাজ্যের অনিষ্ট ঘটান, এ কখনই হতে পারে না। আর আমিও এতে সম্মতি দিতে পারি না। অল্প কালের সুখলোভে কেন চিরকলঙ্কিনী হবো? তবে তোমার দাদার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন ঐ মায়াকাননে, কাল মধ্যাহ্নকালে আমাকে ধূমকেতুর দূতের হস্তে সমর্পণ করেন। আমার সেই ব্রত কাল সম্পন্ন হবে।

শশি। (রোদন করিয়া) সখি! এ অতি সামান্য কথা। দাদা অবশ্যই এ করবেন। তবে তুমি এসো, তিনি একবার ঐ সুবচনীর মুখ থেকে শুনুন যে, তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছো।

ইন্দু। সখি! তুমি এ অনুরোধ আমায় করো না। তাঁর সঙ্গে আর এ জন্মে আমার সাক্ষাৎ হবে না। দেখ, এই আমার হৃদয় শুষ্ক সরোবরের ছায়, চক্ষে জলবিন্দুও আর উঠে না। কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি নিষ্ঠুরা ভেবো না।

শশি। প্রিয় সখি! তোমার শরীর যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, তা হলে না হয় কিছু দিন এ নগরে অবস্থিতি করো। আর আমি রাত দিন তোমার সেবা করি।

ইন্দু। না না সখি! অসুস্থ কি? এ ত আমার সুখের সময়! আমি এমন বরের অন্বেষণে যাত্রা করবো যে, তার সঙ্গে কখনো আমার বিচ্ছেদ হবে না!

(এক পার্শ্বে সুনন্দা ও অরুন্ধতী)

সুন। ভাল ভগবতি! আপনি বলেছিলেন, ঐ বনদেবীকে যে ঐ শুভ লগ্নে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, সে তার ভবিষ্যৎ পতিকে দেখতে পায়। আমার প্রিয় সখী, এই রাজ্যের বর্ত্তমান রাজাকে দেখেছিলেন। কিন্তু, এখন দেখছি, মহারাজ অজয় ত তাঁর পতি হলেন না! এ কি?

অরু। (চিন্তা করিয়া) বৎসে! যখন উভয়ে উভয়ের দৃষ্টিপথে পড়েছিলেন, তখন কোনো অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখেছিলে?

সুন। (চিন্তা করিয়া) না, এমন অমঙ্গল ত কিছুই দেখি নাই, কেবল আকাশে বজ্রধ্বনি হয়েছিল।

অরু। ঐ!—ঐ বজ্রধ্বনির অর্থ এই যে, বিধাতা প্রথমে অজয়কে ইন্দুমতীর পতি করে সৃজন করেছিলেন, কিন্তু, গ্রহদোষে তাঁর সে অভিলাষ নিষ্ফল হলো। বুঝতে পারলে ত? দেবীর কোন অপরাধ নাই। এঁদের উভয়ের কপালে অবশেষে এই কষ্ট ছিল!

সুন। দেবি! এ আমারই দোষ! আমি যদি প্রিয় সখীকে ও পাপ কাননে না নিয়ে যেতেম, তা হলে এ সব কুঘটনা কখনই ঘট্‌ত না। (রোদন)

অরু। বৎসে! এ সকল বিষয়ে বিধাতা মানব-মনকে পরিবেদনা করেন, তা তোমার দোষ কি?

(অগ্রসর হইয়া)

বৎসে ইন্দুমতি! এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দাও! তোমার প্রতি যে অজয়ের অনুরাগ অতীব পবিত্র ও প্রগাঢ়, আর তোমারও অনুরাগ যে তার প্রতি সমধিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তোমাদের উভয়ের মিলন সঙ্ঘটন হলে সুখের শেষ থাকত না; কিন্তু অজয় তোমায় বিবাহ করলে এ মহারাজ্য ভস্মসাৎ

হবে! আর এই প্রাচীন জগদ্‌বিখ্যাত রাজবংশ আকাশের তারার ন্যায় ভূতলে পতিত হবে! বৎসে! মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়। কখন না কখন তোমরা উভয়েই কালের গ্রাসে পড়বে। তোমাদের পরে, যারা এই রাজশোণিতে জন্মে, দরিদ্রের আসনে উপবিষ্ট হবে, তারা কি ভাববে? তারা এই ভাববে যে, তাদের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ অজয়, কামাতুর হয়ে, এক জন রমণীর পদে, আপন রাজকুল-লক্ষ্মীকে বলি প্রদান করেছিলেন! আর তোমাকেও বৎসে! তারা ভর্ৎসনা করবে। কিছু কালের সুখভোগের নিমিত্তে কালনদীতীরে বৃষকাষ্ঠের স্বরূপ কলঙ্কস্তম্ভ স্থাপন করা, জ্ঞানী জনের কর্ত্তব্য নয়। এই বিবেচনায়, আমি এ শুভ কর্ম্মে প্রতিবন্ধক হয়েছি। আর মহারাজের মনকেও একপ্রকার শান্ত করেছি। তুমি বৎসে! এ নীতিকথায় অবধান কর।

ইন্দু ভগবতি! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এ সকল বিলক্ষণ বুঝি, আর মহারাজের মন যদি শান্ত হয়ে থাকে, তবে আমার কিছু মাত্র চঞ্চলতা নাই।

অরু বাছা! তুমি অতি বুদ্ধিমতী! এই-ই তোমার উপযুক্ত কথা বটে। আমি তোমাদের উভয়েরই শুভাকাঙ্ক্ষিণী। আমার দৃষ্টি বর্ত্তমানরূপ আবরণে আবৃত নয়। এ যা হলো, এতে উভয়েরই মঙ্গল হবে। রণ-রাক্ষসের হুহুঙ্কারধ্বনিতে, এ সিন্ধুনগরের কর্ণ বিদীর্ণ হবে না, আর রক্তস্রোতে রাজধানীও প্লাবিত হবে না। আর তুমিও পিতৃপিতামহের অসীম রাজ্যে রাজরাণী হয়ে, শচীদেবীর ন্যায় ইন্দ্রের বিভব সুখ সম্ভোগ করবে।

ইন্দু। দেবি! ও আশীর্ব্বাদটি করবেন না! দেখুন, এই নিশাকালে, সিন্ধুনদের পরপারে যে কি আছে, তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাল মধ্যাহ্নকালে যে কি ঘটবে, তা কে জানে? ইচ্ছা করি, কাল আপনিও মহারাজের সমভিব্যাহারে মায়াকাননে পদার্পণ করবেন। দেখবেন, যেন আমাকে বন্দিনীর ন্যায় না লয়ে যায়!

অরু। এ কি কথা! কার সাধ্য, এমন কর্ম্ম করে?

ইন্দু। ভগবতি! এখন রাত্রি অধিক হতে লাগলো, কাল যাত্রার আগে আপনি এলে শ্রীচরণে বিদায় হয়ে যাব!

অরু। বাছা! তোমার যা অভিরুচি।

ইন্দু। (শশিকলার প্রতি) সখি! এখন চিরকালের জন্য বিদায় করো! (আলিঙ্গন করিয়া রোদন)

শশি। প্রিয় সখি! তোমায় ছেড়ে প্রাণ যেতে চায় না! (রোদন)

ইন্দু। তোমাকে এত ভাল বাসি যে, তুমি আমার সপত্নী হও, এ বাসনাকে মনে স্থান দিতে ইচ্ছা করে না।

শশি। প্রিয় সখি! তবে কি এ জন্মে আর দেখা হবে না? (সুনন্দার প্রতি) তুমিও কি চল্লে? (রোদন)

সুন। রাজনন্দিনি! যেখানে কায়া, সেইখানেই ছায়া। যে যমালয় পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত, সে কি কখন স্বদেশে ফিরে যেতে বিমুখ হয়?

শশি। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয় সখি! তোমার চরণে এই মিনতি করি, আমাকে তুমি কখন ভুলো না।

ইন্দু। সখি! যদি এ মর্ত্ত্যভূমির কোন কথা কখন মনে উদয় হয়, তবে তোমাকে অবশ্যই মনে করবো। তা এখন বিদায় হই। তোমার দাদাকে এই কথাটি বলো যে, ইন্দুমতী এই পর্ব্বত, ঐ নদ, আর ঐ নিশানাথকে সাক্ষী করে বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করে গেল যে, আপনারা চিরকাল সুখে কালাতিপাত করেন। আর সে যদি কখন আপনার স্মরণপথে উপস্থিত হয়, তবে ভাববেন, সে এক স্বপ্ন মাত্র।

সকলে। (অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি! আপনাকে আমরা অভিবাদন করি।

অরু। আমিও তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি।

[অরুন্ধতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) ইন্দুমতী যে এরূপ ভয়ঙ্কর সংবাদ শান্তভাবে শুনবে, এ আমার মনেও ছিল না। (প্রকাশ্যে) রামদাস!

নেপথ্যে। ভগবতি!

অরু। দেখ বৎস!

(রামদাসের প্রবেশ)

ইন্দুমতী যে, এরূপ শান্তভাবে এ ভয়ানক সম্বাদ শুনলে, তাতে আমার মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মেছে। তুমি জানো বৎস! ঘোরতর বাত্যারম্ভের পূর্ব্বে জগৎ নিতান্ত শান্ত ভাব অবলম্বন করে। আহা! বালিকাটি কি উন্মাদিনী হলো! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমরা উদাসীন, পৃথিবীর সুখ দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়েছি, তা সাংসারিক লোকেদের সঙ্গে আমাদের সংসর্গ করা মূঢ়তা মাত্র; ক্ষুধার্ত্ত হস্তী রসালাশ্রিত স্বর্ণলতিকাকে ছিন্নভিন্ন করলে, যেমন তরুবর শ্রীভ্রষ্ট হয়, আমার এ হৃদয়েরও সেই দশা। বিধাতা কি জন্যেই বা এই স্বর্ণলতিকাটিকে অপহরণ করবেন? হায়! আমি মানবী মাত্র, তোমরা বৎস, সকলেই কায়মনঃপ্রাণে মহাদেবের আরাধনা কর, দেখ, তাঁকে যদি সুপ্রসন্ন করতে পার, তা হলে আর কোনই ভয় নাই, অজয় স্বচ্ছন্দে শত্রুমণ্ডলীকে রণে পরাজয় করতে পারবে। আর ইন্দুমতী ও অজয়ের মনস্কামনা সম্পূর্ণ হবে।

রাম। যে আজ্ঞা দেবি! আমাদের সাধ্যানুসারে এ কর্ম্মে কোনই ত্রুটি হবে না, আপনি স্বয়ং আশ্রমে আসুন, রাত্রি অধিক হতে লাগলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ইন্দুমতীর একাকিনী প্রবেশ)

ইন্দু। (স্বগত) নিদ্রাদেবীর এত সেবা করলেম, কিন্তু সব বৃথা হল! এ যে বড় আশ্চর্য্য, তাও নয়, তিনি দেবতা, অবশ্যই জানেন যে, অতি অল্পক্ষণমধ্যে আমাকে মহানিদ্রায় শয়ন করতে হবে। (চিন্তা করিয়া) এ প্রাণ আর রাখবো না, রাজা আমাকে বিনিময়ের সামগ্রী বিবেচনা করলেন! এই কি প্রেম? (পরিভ্রমণ করিয়া সিন্ধু নদীর দিকে দৃষ্টি করিয়া) আজ রাত্রে সিন্ধু নদীর কি শোভাই হয়েছে! ওঁর কবরীতে কত শত তারারূপ ফুল শোভা পাচ্চে! আর নিশানাথের রূপের কথা কি বলবো! যিনি ত্রিজগতের মনোহারী, তাঁকে প্রশংসা করা বৃথা। মলয় বায়ু যেন সিন্ধুর সুশীতল জলে অবগাহন করে পুষ্পদলের দ্বারে দ্বারে পরিমল ভিক্ষা করছেন। হে বিধাতঃ! তোমার বিশ্ব যে কি সুন্দর, তা কে বলতে পারে? তবু এতে এরূপ সুখহীন লোক আছে যে, তাদের কাছে এ আলোকময় সুখময় ভবন অপেক্ষা, যমের তিমিরময়, প্রভাহীন গৃহ বাঞ্ছনীয়! (করযোড় করিয়া) প্রভো! এ দাসীও ঐ ভাগ্যহীন দলের মধ্যে এক জন! (রোদন)

(বেগে সুনন্দার প্রবেশ)

সুন। সখি! এ কি? তুমি এ সময়ে এখানে কেন? আর তুমি কাঁদচো কেন? যদি এখানে আসবে, তবে আমায় জাগাও নি কেন?

ইন্দু। সখি! তুমি যে ঘোর নিদ্রায় ছিলে, তা ভাঙতে আমার মন চাইলে না। পৃথিবীর সুখভোগ আমার অদৃষ্টে আর নাই বলে, পরের সুখ আমি কেন নষ্ট করবো?

সুন। (সচকিতে) কি বল্লে সখি? তোমার পক্ষে আর সুখভোগ নাই? গান্ধার রাজ্যের ভাবী মহারাণীর মুখে কি এ সব কথা সাজে?

ইন্দু। হা! হা! হা! আমি ভেবেছিলেম যে সখি, আমিই কেবল পাগল, তা আমার চেয়েও দেখছি এ দেশে আরও পাগল আছে।

সুন। সখি! তোমার এ কথা আমি বুঝতে পারি না, তোমার মনের কথা কি, তা আমায় স্পষ্ট করে বল।

ইন্দু। আমার মনের কথা, যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানেন।

সুন। সখি! এমন সময় ছিল যে, তুমি একটিও মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে না। কিন্তু আজ কাল তোমার কি হয়েচে?

ইন্দু। সখী সুনন্দা! আমরা ছেলেবেলা হতে উভয়েই উভয়কে ভালবেসে আসছি, তা আমার এখনকার মনের কথা সাগরের বাড়বানল; শুনলে তোমার মন হয়ত তার তাপে আবার সন্তপ্ত হয়ে উঠবে।

স্থন। (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) বটে ? হে নিদারুণ বিধাতঃ ! তুমি এ সোণার ফুলে কি বিষম পোকারই বাসস্থান দিয়াছ ! (রোদন)

নেপথ্যে। (শিবস্তুতি পাঠ)

ইন্দু। ও কি ও ?

স্থন। বোধ হয়, তোমার মঙ্গলার্থে ভগবতী অরুন্ধতীর শিষ্যেরা মহাদেবের আরাধনা করছেন। প্রিয় সখি ! দেখ, রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়ে এল, তুমি কি শুনতে পাচ্চো না যে, ঐ সিন্ধুর অপর পারে,—ঐ কাননে, কত কোকিল, কত ফিঙ্গা, কত দয়েল, মধুর নিনাদ করছে ? দুই প্রহর সময়ে আজ আমাদিগকে মায়াকাননে যেতে হবে। তা এস এখন, একটু বিশ্রাম কর। তা নইলে এ চন্দ্রমুখ মলিন দেখাবে ;—চল সখি চল।

ইন্দু। হে সিন্ধুনদি ! তোমার তীরে অনেক সুখসম্ভোগ করেছি,—কিন্তু এ চক্ষে তোমাকে আর এ জন্মে দেখবো না। আশীর্ব্বাদ করুন, এ কথা আর বলবো না ! কেন না, অতি অল্পকালমধ্যে আমার পক্ষে কি আশীর্ব্বাদ, কি অভিসম্পাত, উভয়ই সমান হয়ে দাঁড়াবে। অতএব বিদায় করুন ! আমি প্রণাম করি !

স্থন। (চিন্তা করিয়া) বটে ? আমিও রাজবংশীয়, আমিও ক্ষত্রিয়কন্যা ; যদিও আমার বংশীয়েরা এক্ষণে অর্থহীন,—আচ্ছা,—তা দেখবো।—চল সখি, চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অরুন্ধতীর আশ্রম ;—মলিনমুখে অরুন্ধতী আসীনা।

(রামদাসের প্রবেশ)

অরু। বৎস ! গত রাত্রিতে কি ফল লাভ হলো ?

রাম। ভগবতি ! কিছুই নয়। আমাদের আরাধনা প্রভু যেন বধিরের ন্যায় শ্রবণ করলেন ; একটিও ফুল পড়লো না।

অরু। তবেই ত সর্ব্বনাশ উপস্থিত ! তা তুমি বৎস ! এখন কুটীরে যাও।— ঐ সে অভাগিনী এ দিকে আসছে। আহা ! কি রূপের ছটা ! সিংহবাহিনী ! কি স্বয়ং ইন্দিরা ? কার সঙ্গে এর তুলনা করবো ? [রামদাসের প্রস্থান।

অরু। (স্বগত) রাজার চিত্ত কিছু সুস্থ হলে,—গান্ধার দেশে গমন করবো।— এই বলে আপাতত মনকে প্রবোধ দি। ওর ও চন্দ্রমুখ সতত না দেখতে পেলে যে, একরূপ অসহনীয় মনঃপীড়া উপস্থিত হবে, তার সন্দেহ নাই। প্রভো ! তোমার ইচ্ছা।

(সুনন্দার সহিত অতীব উজ্জ্বলবেশে ইন্দুমতীর প্রবেশ)

ইন্দু। (প্রণাম করিয়া) দেবি ! আপনার শ্রীচরণে চিরকালের জন্যে বিদায় হতে এসেছি !

অরু। কেন বৎসে ! চিরকালের জন্যে কেন ? আমার তো এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, যত শীঘ্র পারি, তোমার পৈতৃক নগরে নূতন এক আশ্রম করে অবশেষে তোমার সম্মুখে শমনের গ্রাসে জীবন অর্পণ করবো।

ইন্দু। ভগবতি ! আমার কপালে কি সে সুখ আছে ? (রোদন)

অরু। কি অমঙ্গলের লক্ষণ ! বৎসে ! এ কি ক্রন্দনের সময় ? শূলী শম্ভুনাথ, তোমার সঙ্গে বিশ্ববিজয়ী শূল হস্তে করে যাবেন, আর তাঁকে পবিত্র চিত্তে পূজা করলে, তোমার সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে।

ইন্দু। (নীরবে রোদন)

অরু। আবার বৎসে ! দেখ, এ মহারাজের সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তুমি তাঁকে কোন গ্লানিকর কথা কইও না। এ তাঁর দোষ নয়, এ নগরে এমন একটি লোক নাই যে, এ বিষয়ে মহারাজের সহিত তার নিতান্ত বাক্‌বিতণ্ডা হয় নাই।

ইন্দু। দেবি ! আমি আর এ জন্মে এ রাজার সহিত কোন কথা কব না।—

সে দিন গেছে! তবে আপনার শ্রীচরণে আমার একটি মাত্র প্রার্থনা আছে; আপনি অবধান করুন।—(পদ ধারণ করিয়া) জননি! আমি মহারাজাধিরাজ মকরধ্বজ সিংহের একমাত্র কন্যা। যিনি অঙ্গুলি তুলিলে সূর্য্যকরসদৃশ মহাতেজস্কর লক্ষ অসি একেবারে নিষ্কোষিত হতো, যিনি একজন মাত্র ভৃত্যকে আহ্বান করলে সহস্র দাস দাসী উপস্থিত হতো, সেই নরেন্দ্র এখন কেবল দুটি বৃদ্ধা দাসী, একজন মাত্র বৃদ্ধ প্রভুভক্ত অনুচর, আর আমাদের দুই জনের দ্বারাই বৃদ্ধ বয়সে সেবা লাভ করেন! তা দুর্ভাগ্য কুঠাররূপ ধারণ করে এ দাসীর আনুকূল্যরূপ বৃক্ষকে ত চিরকালের জন্য ছেদন করলে! এই যে সুনন্দা আমার প্রিয় সখী, একে এখানে থাকতে আমি যে কত অনুরোধ করেছি, তা বলা দুষ্কর।

সুন। ওঃ!—সখি! এ ত তোমার বড় আশ্চর্য্য কথা! তোমার এই অনুরোধ?—তুমি দেহ আর প্রাণকে বিভিন্ন করতে চাও?

ইন্দু। (অরুন্ধতীর প্রতি) দেবি! এ ত আমার অনুরোধে কখনই সম্মত নয়, তা জননি! আপনিই আমার ভরসাস্থল। আপনি আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখবেন, আর যদি এ দাসী, কখনো তাঁর স্মৃতিপথে পড়ে, তবে এই কথা বলবেন যে, তোমার ইন্দুমতী সুখে আছে। (রোদন)

অরু। (নীরবে গাত্রোত্থান করিয়া সজল নয়নে) ইন্দুমতি! তুই কি আমায় কাঁদালি? তা এ সব কথা তোর আমায় বলা বাহুল্য, আমার রূপের আলোকে তোর পিতার গৃহ উজ্জ্বল হয় না বটে,—কিন্তু আমারও মানবকুলে জন্ম, এক সময়ে আমিও পিতামাতার স্নেহের পাত্রী ছিলাম। পিতৃসেবা যে কাকে বলে, তা আমি বিস্মৃত হই নি।

ইন্দু। দেবি! আপনার কথা শুনে আমার চঞ্চল প্রাণ আবার শান্ত হলো। এখন যা আমার মনের ইচ্ছা, তা আমি স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ করতে পারবো।

সুন। দেবি! আমারও একটি প্রার্থনা ও শ্রীচরণে আছে।—আমরা যুবতী রমণী, সহজেই চিত্তচঞ্চলা, কত যে অপরাধ আপনার চরণে করেছি, তার সংখ্যা নাই, সে সকল মার্জ্জনা করবেন, আর যদি কখন আপনার মনে পড়ে, তখন যত দোষ করেছি, তা বিস্মৃত হয়ে যদি কোন গুণের কর্ম্ম করে থাকি, তাই স্মরণ করবেন। ভগবতি! এ দাসীর একমাত্র গুণ, আমি প্রিয় সখীর নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

অরু। বৎসে! তা আমি বিশেষরূপ জানি। (ইন্দুমতীর প্রতি) বৎসে! তুমি কেন এত রোদন করচ? তুমি এত বিমনা হলে কেন? এরূপ ঘটনা কি এ পৃথিবীতে ঘটে না? না ঘটবে না?—তুমি শান্ত হও। আর দেখ, এরূপ মনের চঞ্চলতা অপর ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ করো না।

ইন্দু। ভগবতি! আমি যদি এই সুনন্দার পাপ-মন্ত্রণায় ঐ পাপ কাননে না

যেতেম তা হলে আপনার এই শান্তাশ্রমে জীবন যৌবন দেবসেবায় অতীত করতে পারতেম। কিন্তু সে ভাব আর মনে নাই, সে দিন গেছে। এখন বিদায় হই, মায়াকানন অতি নিকট নয়!

অরু। বৎসে! মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্নের পর, আমিও সেখানে যাওয়ার মানস করেছি। বোধ করি, তুমি সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করবার অগ্রে, পুনরায় তোমার শিরশ্চুম্বন করবার সময় পাব। আজ এ সিন্ধুনগরের বিজয়া দশমী,—যাও, সাবধানে থেকো, যাও।

[ইন্দুমতীর প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সখীর সহিত প্রস্থান।

অরু। (সবিস্ময়ে স্বগত) এর কি মৃত্যুকাল নিকট ! তা নইলে ওর চন্দ্রমুখ সতত এত উজ্জ্বল হয়ে, আজ এত বিবর্ণ কেন? ইচ্ছা হয়, আমি এ ব্যাপারে বাধা দিই, কিন্তু তাই বা কেমন করে হতে পারে? দেখি, বিধাতার মনে কি আছে।

(নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টা করতাল এবং মৃদঙ্গ বাদ্য)

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতময় পথ—সম্মুখে মায়াকানন, পশ্চাৎ সিন্ধুনগর।

(ইন্দুমতী ও সুনন্দার প্রবেশ)

ইন্দু। সখি! ঐ না সেই মায়াকানন?

সুন। আজ্ঞা হাঁ।

ইন্দু। ও কি লো? যখন প্রথমে আমি এই মায়াকাননের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেম, তখন তুই কি বলে উত্তর দিয়েছিলি, তা তোর মনে পড়ে?

সুন। পড়বে না কেন? সে কি ভোলবার কথা? তুমি সে দিন আমায় যত মুখ করেছিলে, এত বোধ হয়,—এ বয়সে কর নাই। আমার অপরাধের মধ্যে এই যে, আমি ভুলে তোমায় রাজনন্দিনী বলেছিলেম।

ইন্দু। এখন তোর যা ইচ্ছা সখি, তুই তাই বল, সে ভয় এখন আর নাই! তা যা হোক, দেখ সখি! এ কি রম্য স্থান! আমরা প্রথমে যখন এ পথ দিয়ে যাই, তখন আমার চক্ষু ভয়ে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি কিছুই মন দিয়ে দেখতে পাই নাই। দেখ, এই পর্ব্বতশ্রেণী কত দূর চলে গেছে! পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত; বনের উপর বন; বাঃ! মনের ভাব অন্যরূপ হলে, এর আমি এক চিত্রপট আঁকতেম! আর দক্ষিণে দেখ, সিন্ধুনদী কি অপূর্ব্বরূপে সাগরের দিকে চলেছে! দেখ সুনন্দা! আমার বোধ হয় যে, এ পথ দিয়ে লোকের গতিবিধি বড় নাই। তা হলে এর

মধ্যে মধ্যে এত অম্লান দূর্ব্বা দেখা যেত না। ও মায়াকাননে যাবার কি আর পথ আছে?

সুন। বোধ করি, অবশ্যই আছে। হয়ত সেই পথ দিয়ে মহারাজ, প্রথম দর্শনদিনে এই বনে প্রবেশ করেছিলেন। আমি শুনেছি, সাধারণ লোকে সাহস করে ও কাননে আসে না। এটি বিজন পথ! হয়ত এখানে বন্য পশুর ভয় থাকতে পারে।

ইন্দু। দেখ সুনন্দা! এখন ত ঐ মায়াকানন সম্মুখে বেশ দেখা যাচ্ছে। এখন যে আমি একলা পথ চিনে ওখানে যেতে পারব, তার কোনই সন্দেহ নাই। তা তুই এখন বাড়ী ফিরে যা।

সুন। বল কি রাজনন্দিনি? তুমি পাগল হয়েছ না কি? আমি তোমায় না হয় তো প্রায় সহস্র বার বলেছি, তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

ইন্দু। তুই কি তবে আমার সঙ্গে যমালয় যাবি?

সুন। কেন যাব না? তুমি না থাকলে, কিঁ আর এ প্রাণ থাকবে? চক্ষের জ্যোতি গেলে সে চক্ষু দিয়ে লোকে আর কি কিছু দেখতে পায়? তুমি সখি, যমালয়ে যাওয়ার কথা কও কেন? বালাই, তোমার শত্রু যমালয়ে যাক! তোমার এখন তরুণ যৌবন।

ইন্দু। (সহাস্য বদনে) তরুণ বয়সে কি লোক মরে না? যমরাজ কি বয়স মানেন, না রূপ মানেন? তবে আয়, জয়কেতুর দূতই হউক, বা. ধূমকেতুর দূতই হউক, অথবা যমরাজের দূতই হউক, একলা এক দূতের হাতে আজ পড়তেই হবে।

(নেপথ্যে বজ্রধ্বনি)

সুন। (সচকিতে) ও কি ও! আকাশে ত একখানিও মেঘ দেখতে পাই না।

ইন্দু। ওলো! ও দৈববাণী! আমার কাণে যে ও কি বলচে, তা শুনলে তুই অবাক্ হবি।

সুন। সখি! এখন তুমি আপন মনের কথা আমার কাছে গোপন করতে আরম্ভ করেছ কেন? আমি কি এখন আর তোমার সে সুনন্দা নই?

ইন্দু। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি! সে ইন্দুমতীও কি আর আছে? তোর সে সোহাগের পাখী, অনেক দূরে উড়ে গেছে! এখন কেবল পিঞ্জরখানি মাত্র আছে! তা, তা ভাঙ্‌তে পারলে, সকলেই বিস্মৃতির গ্রাসে পড়বে।

সুন। সখি!—তোমার কথা আমি বুঝতে পারি নে। তোমার মনের যে কি অভিসন্ধি, তাই তুমি আমাকে বলো, আমি তোমায় এই মিনতি করি।

ইন্দু। খানিক পরে জানতে পারবি এখন! এত অধৈর্য্য হলি কেন?

সুন। সখি! তোমার পায়ে পড়ি, চলো আমরা ফিরে,—দেবী অরুন্ধতীর

আশ্রমে যাই। আর সেখানে সমস্ত দিন লুকিয়ে থেকে রাত্রে এ পাপনগর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবো। আমরা কিছু এ রাজার প্রজা নই যে, যা ইচ্ছে. ইনি তাই করবেন।

ইন্দু। (সহাস্য মুখে) সখি! দুর্য্যোধনের ন্যায় যদি ঐ পাপিষ্ঠ ধূমকেতু, দেশ দেশান্তরে চর পাঠিয়ে দেয়, তা হলে শেষে কি হবে? এক রাজার আমার নিমিত্ত সর্ব্বনাশ হবার উপক্রম; আর একজনকে এরূপ বিপজ্জালে ফেলে কি লাভ? ওলো! যার মন্দ কপাল, সে কোনো দেশেই, গিয়ে সুখী হতে পারে না। তা এখানেও যা, অন্যত্রও তাই। আয় আমরা ঐ বনে যাই!

(উভয়ের মায়াকাননে প্রবেশ)

আহা! সখি দেখ, দুই বৎসর আগে যা যা দেখেছিলেম, তা সকলই সেইরূপ আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের শিরে, কত কত মেঘ নীলবর্ণ হস্তীর ন্যায় পড়ে রয়েছে! বৃক্ষে. বৃক্ষে সেইরূপ ফুল,—সেইরূপ ফল! সেই বায়ু,—সেই সুগন্ধ! আর দেবীও সেই মূর্ত্তিতে নীরবে রয়েছেন! কিন্তু আমাদের অবস্থা ভেবে দেখ, আমরা এই দুই বৎসরে কত না কি সহ্য করেছি!—কত না যন্ত্রণা পেয়েছি! মনুষ্যের এ দুর্দ্দশা কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া, দেবীকে প্রণাম করিয়া) দেবি! এত দিনের পর, আবার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আর এখান থেকে ফিরে যেতে না হয়! পূর্ব্বে আপনাকে কেবল পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেছিলেম, এবার জীবন সমর্পণ করবো!

(নেপথ্যে বজ্রধ্বনি)

সুন। (সচকিতে) ও কি ও! এরূপ অমেঘ আকাশে যে মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি হচ্ছে, এর কারণ কি?

ইন্দু। সখি! তোকে ত আমি বলেছি যে, ও বজ্রধ্বনি নয়, ও দৈববাণী। (দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া) জননি! এবারে আর ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখবার অভিলাষে আপনাকে পূজা করতে আসি নাই। এ পৃথিবীর মায়াশৃঙ্খল ভগ্ন করুন। অভাগিনী ইন্দুমতীর এই শেষ প্রার্থনা! (সুনন্দার গলা ধরিয়া কিঞ্চিৎকাল নীরবে রোদন) সখি! এ পৃথিবীতে যে যাকে ভালবাসে, সে কি পরকালে তার দেখা পায়? যদি তা পায়, তবে ভাল; নইলে, চিরকালের জন্যে বিদায় হই! কখনো কখনো আমি তোর মনে পড়লে, যত অপরাধ তোর করেছি, তা মার্জ্জনা করিস্!

সুন। সখি! এ সব কথা তুমি কচ্চো কেন?

(নেপথ্যে দূরে তোপ ও রণবাদ্য)

সুন। (সচকিতে) বোধ করি, মহারাজ আসচেন।

ইন্দু। (স্বগত) রে অবোধ মন! তুই এত চঞ্চল হলি কেন? ও চন্দ্রমুখ আবার দেখলে, তোর কি সুখ হবে? ক্ষুধাতুরের যে সুখাদ্য অপ্রাপ্য, সে খাদ্য দেখলে তার ক্ষুধা বাড়ে মাত্র! যে মনস্তাপরূপ বিষম কীট হৃদয়ের শান্তিস্বরূপ ফুল দিবানিশি কাটছে, যদি লোকান্তরে, তার প্রখর যাতনার শমতা হয়, তবেই সান্ত্বনা হবে, নচেৎ এই আগুনে চিরকাল দগ্ধ হতে হবে! (প্রকাশ্যে) সখি! যখন তোর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে এই কথাটি বলিস যে, অভাগিনী ইন্দুমতী আপনার শ্রীচরণে বিদায় হলো! যদি পুনর্জন্মে ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয়, তবে সাক্ষাৎ হবে। নতুবা, চিরকালের জন্যে স্বপ্ন ভঙ্গ হলো! আর দেখ, মহারাজকে আরো বলিস, গান্ধারের রাজকন্যা, বিনিময়ের সামগ্রী নয়।

(নেপথ্যে নিকটে রণ-বাদ্য)

সুন। এই যে মহারাজ এলেন বলে।

ইন্দু। (আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক করযোড় করিয়া) হে বিশ্বপিতা! যে অমূল্য রত্নস্বরূপ জীবন এ দাসীকে প্রদান করেছিলেন, তা এর জ্ঞাতসারে এখনও কোন পাপে কলুষিত হয় নাই। তবে যে আপনার সম্মুখে অকালে যাত্রা করছি, এ দোষ, হে করুণাময়! মার্জ্জনা করবেন! এত দুঃখ আর সয় না! (বস্ত্রমধ্য হইতে ছুরিকা লইয়া আত্মঘাত ও ভূতলে পতন)

সুন। এ কি! এ কি! প্রিয় সখি! তোমার মনে কি এই ছিল? (রোদন করিতে করিতে মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) হে বিধাতা! কোন্ দেবতা আকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রটিকে এরূপে ভূতলে পাতিত করলেন? (আকাশে মৃদু যন্ত্রধ্বনি ও পাষাণময়ী মূর্ত্তির ভূতলে পতন) এ আবার কি! প্রিয় সখি! প্রিয় সখি! তুমি কি যথার্থই গেলে? সখি! তুমি এত শীঘ্র আমাদের কেমন করে ভুললে? তোমার বৃদ্ধ পিতার সেবা তুমি ভিন্ন আর কে করবে? তুমি কি সেই পিতাকেও বিস্মৃত হলে? (ক্ষণকাল রোদন, পরে গাত্রোত্থান করিয়া) সখি! তুমি ভেবেছ যে, তোমাকে ছেড়ে তোমার সুনন্দা এক দণ্ডও এ পৃথিবীতে বাঁচবে? তুমি গেলে এ ছার জীবনে তার কি আর কোন সুখ আছে? তা এই দেখ,—যেখানে তুমি, সেখানে আমি। আলোকময় রাজভবন, কি রশ্মিশূন্য যমালয়, যেখানে তুমি, সেখানে আমি! (বিষপান) তোমার মনে যে এই ছিল, তা আমি গত রাত্রিতেই বুঝতে পেরেছিলেম। উঃ! আমার শরীরে যে অসহ্য জ্বালা উপস্থিত হলো! সখি! দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব!

(রাজা, শশিকলা, কাঞ্চনমালা, রাজমন্ত্রী ও রাজা ধূমকেতুর দূত, অরুন্ধতী, রামদাস ও কতিপয় সঙ্গীর প্রবেশ)

রাজা। (অবলোকন করিয়া) এ কি! এ কি! সুনন্দা! এ কর্ম্ম কে করলে?

স্থন। (অতীব মৃদুস্বরে) মহারাজ! রাজনন্দিনী স্বয়ং এ কর্ম্ম করেছেন!

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে?

দ্বি-স। ও বলছে যে, রাজকুমারী স্বয়ংই আত্মহত্যা করেছেন।

অরু। (সজল নয়নে) স্থনন্দা! বৎসে! তোমার এ অবস্থা কেন?

স্থন। (অতীব মৃদুস্বরে) দেবি! আপনি কি ভেবেছেন যে, আমি প্রিয় সখীকে ছেড়ে এক দণ্ডও বাঁচতে পারি? আমি বিষ খেয়েছি!

প্র-স। মেয়ে মানুষটি কি বললে হে?

দ্বি-স। ও বলছে যে, আমি বিষ খেয়েছি!

অরু। রামদাস! শীঘ্র ঔষধের কৌটা আনো।

রাম। দেবি! তা ত আমি সঙ্গে করে আনি নি।

অরু। কি সর্ব্বনাশ! যত শীঘ্র পার, আশ্রম হতে আনয়ন কর।

স্থন। (অতীব মৃদুস্বরে) দেবি! স্বয়ং ধন্বন্তরিও আর আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না। এ সামান্য বিষ নয়। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আমার প্রিয় সখী আত্মহত্যা করবার আগে এই বলেছিলেন যে, "যদি মহারাজের সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁকে বলিস, যদি ভাগ্যে থাকে, তবে পুনর্জন্মে মিলন হবে, আর গান্ধারের রাজকন্যা বিনিময়ের দ্রব্য নয়।" ঐ দেখুন, আমার প্রিয় সখী শীঘ্র যাবার জন্যে আমাকে সঙ্কেতে ডাকছেন! প্রিয় সখি! একটু দাঁড়াও, এই আমি যাচ্চি! (সকলকে) ভগবতি! রাজনন্দিনি! মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয়! আ—শী—র্ব্বা—দ—ক—রু—ন—আ—মি—যা—ই!

(ভূতলে পতন ও মৃত্যু)

রাজা। (স্বগত) পুনর্জন্ম! শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে সত্য; কিন্তু এ পুনর্জন্মে কি পূর্ব্বজন্মের কথা মনে থাকে? আর যদি না থাকে, তবে সে পুনর্জন্ম বৃথা। যা হোক, পুনর্জন্ম যাতে শীঘ্র হয়, তাই করি। (ইন্দুমতীর বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা লইয়া অবলোকন) রে যমদূত! তুই যে রক্তস্রোত আজ পান করেছিস, সেরূপ রক্তস্রোত আর কি এ ভবমণ্ডলে আছে? তা তাতে যদি তোর তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত না হয়ে থাকে, আমিও তোকে যৎকিঞ্চিৎ পান করাচ্ছি! (সিন্ধু নগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) হে রাজনগরি! আজ দুই বৎসর তোমাকে নানাবিধ প্রসাদালঙ্কারে অলঙ্কৃত করেছি। এমন কি, যেমন পিতা, বিবাহ-সভায় আনবার পূর্ব্বে আপন দুহিতাকে বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করে, তেমনি আমি তোমাকে করেছি। কিন্তু এখন বিদায় কর! হে সিন্ধুনদ! তোমার কলকলধ্বনি, শৈশবে দেব-বীণাধ্বনিস্বরূপ সুমধুর বোধ হতো। তুমিও বিদায় কর! মন্ত্রিবর! দেবী অরুন্ধতি! আপনারা জানেন যে, আমার আর কেউ নাই! তা আমার এ রাজ্য আমি আমার প্রিয় ভগ্নী

শশিকলাকে দান করলেম। ওর সন্তান পিতৃপুরুষের ও আমার পারলৌকিক উপকারের অধিকারী, তবে আর ভয় কি?

মন্ত্রী। (রাজাকে ধরিতে উদ্যত হইয়া) মহারাজ! করেন কি? করেন কি?

রাজা। মন্ত্রি! সাবধান হও! ক্ষুধাতুর সিংহের সম্মুখে পড়ো না! আর ব্রাহ্মণবধের পাপভারে এ সময়ে আমাকে ভারাক্রান্ত করো না! এ পৃথিবী কি ছার পদার্থ যে, আমি ইন্দুমতী বিনা, এক দণ্ডও এখানে কালাতিপাত করি! আমি ক্ষত্রকুলোদ্ভব। আমার কি এক দাসীর তুল্য সাহসও নাই! আমি প্রণয়ী। আমার প্রণয় কি এক জন দাসীর প্রণয়তুল্যও নয়? হা ধিক্! হে জগদীশ্বর! যদিও পাপকর্ম্ম হয়, তবু মার্জনা কর! (আত্মহত্যা ও ভূতলে পতন)

সকলে। অ্যাঁ! অ্যাঁ! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ হলো!

রাজা। (অতীব মৃদুস্বরে) শশিকলা! একবার দিদি আমার নিকটে এসো। তোমার কর্ণ আমার মুখের কাছে একবার আনো!

শশি। (রোদন করিতে করিতে রাজার মুখের কাছে কর্ণ দান)

রাজা। (অত্যন্ত মৃদুস্বরে) সুখে রাজ্য কর,—আর দেখ যেন পিতৃ-পিতামহের নাম কলঙ্কে না ডুবে যায়।

(রাজার মৃত্যু)

শশি। (পদতলে পতিত হইয়া) দাদা! তুমি কি যথার্থই আমাকে ছেড়ে গেলে? আমি মার মুখ কখনো দেখি নি! তুমিই আমাকে প্রতিপালন করেছিলে! তা দাদা! এই বয়সে আমাকে পরিত্যাগ করে যাওয়া কি তোমার উচিত কর্ম্ম হলো? দাদা! তোমার চক্ষের স্নেহ-জ্যোতিতে আমার হৃদয় আলোকময় করতো, সে আঁখি কি চিরকালের জন্য মুদিত হলো! দাদা! যে রসনার মধুর কথা আমার কর্ণে দেবসঙ্গীতস্বরূপ বাজতো, সে রসনা কি এ জন্মের মত নীরব হলো! দাদা! তুমি কি আমায় একেবারে পরিত্যাগ করলে! আর আমার কে আছে বল দেখি? দাদা! আমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল রাজ্য, কিন্তু এ সকল দিলে কি তোমাকে পাওয়া যায়? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

অরু। (সজল নয়নে) বৎসে! আর রোদন করা বিফল। বিধাতার সৃষ্টিতে কি রাজা, কি ভিখারী, কেহই সর্ব্বতোভাবে সুখী নয়। দুঃখের শক্তিশেল, কখনো না কখনো সকলেরই হৃদয়ে আঘাত করে। তবে সেই জনই সুখী, যে ধৈর্য্যরূপ কবচে আপন বক্ষ আচ্ছাদন করতে পারে। তা তুমি বাছা এসো।

মন্ত্রী। ভগবতি! বিধাতা কি আমার কপালে এই লিখেছিলেন যে, শেষ অবস্থায়, আমি এ সিন্ধুরাজকুলের সুবর্ণদীপ নির্ব্বাণ হতে দেখবো। হা রাজরাজেন্দ্র! এ শয্যা কি তোমার উপযুক্ত? ও রাজকান্তি কেন আজ ধূলায় ধূসর। (রোদন)

(ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ও কতিপয় নাগরিকের সহিত রামদাসের পুনঃ প্রবেশ)

সকলে। (অবলোকন করিয়া) এ কি—এ কি—কি সর্ব্বনাশ !

ঋষ্য। অহো ! বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধির অবশ্যম্ভাবিতা কে নিবারণ কত্তে পারে ;—দুর্নিবার দৈব ঘটনার প্রতিকূলাচরণ করা কার সাধ্য ! আমি মনে করেছিলেম, এই শোচনীয় ব্যাপারে বাধা দিব, কিন্তু আমি আসিবার পূর্ব্বেই সব শেষ হয়ে গেছে। হায় ! বিভো ! এই বিপুল রাজকুলের এত দিনে মূলোচ্ছেদ হলো ? ভুবনমোহিনী ইন্দিরা ! তোমার শাপান্তে কি তোমার পিতৃকুলের জলপিণ্ডের লোপ হলো ! হায় ! রাজলক্ষ্মী আর মাতঃ বসুন্ধরা কি এত দিনে সহায়হীনা দীনার ন্যায়, অপর সৌভাগ্যশালী পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ কল্লেন। রতিদেবি ! তুমি কি কুললক্ষ্মী অপহরণ মানসে নৃপনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেছিলে ?

মন্ত্রী। (ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে) ভগবন্ ! এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েচে, আবার আপনার মুখে ইন্দিরা দেবীর নাম শ্রবণে আরও বিস্ময়াবিষ্ট হলেম ; আপনি ত্রিকালজ্ঞ, এই ঘটনাবলীর আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে আমাকে চরিতার্থ করুন।

ঋষ্য। মন্ত্রি ! এই যে সম্মুখস্থ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি শতধা বিদীর্ণ দেখচ, (সকলে অবলোকন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ) উহা, এই প্রাচীন রাজবংশের পুরস্ত্রীর শাপাবস্থা, অদ্য তাঁর শাপ অন্ত হলো।

মন্ত্রী। দেব ! আপনার বাক্য শ্রবণে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। অতএব প্রসন্ন হয়ে সবিস্তরে এই অদ্ভুত ব্যাপার কীর্ত্তন করে আমাদের সংশয়চ্ছেদ করুন।

ঋষ্য। মন্ত্রি ! পূর্ব্বকালে এই মহদ্‌বংশে অসমঞ্জ নামে ভুবনবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্যা সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা রূপবতী এক কন্যা ছিল; তাঁহার নাম ইন্দিরা। তৎকালে ইন্দিরাসদৃশী রূপসী ত্রিভুবনে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মানবী ইন্দিরা প্রথম যৌবনে রূপমদে মত্তা হয়ে, রতিদেবীর অবমাননা করায়, মন্মথমোহিনী কুপিত হয়ে ঐ অহঙ্কারিণী রাজনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেন, যে, যত কাল তোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপসী তোর সমক্ষে আত্মঘাতিনী না হয়, তত কাল তোকে এই ঘোর মায়াকাননে পাষাণী হয়ে থাকতে হবে। তাতে ঐ ইন্দুনিভাননা ইন্দিরা করুণস্বরে দেবীকে বল্লেন, দয়াময়ি ! যদি দয়া করে দাসীর মুক্তির উপায় অবধারণ করে দিলেন, বলুন, কি উপায়ে এই ভয়ানক বিজন কাননে অপরূপ রূপবতীর আত্মঘাত সম্ভব হয় ? তাহাতে দেবী এই কথা বলে দিলেন যে, যে দিবস ভগবান্ মরীচিমালী, কন্যার সুবর্ণ-মন্দিরে প্রবেশ করবেন, সেই সুলগ্নে যদি কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা তোমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ

বরকে, আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখতে পাবে। এই প্রলোভনে অনেকেই এই মায়াকাননে সমুপস্থিত হবে।—

(সহসা ভূমিকম্প ও অপূর্ব্ব সৌরভে পরিপূর্ণ)

সকলে। এ কি! অকস্মাৎ এই স্থান সৌরভে পরিপূর্ণ হলো কেন?

দৈববাণী। (গম্ভীর স্বরে) হে সিন্ধুদেশবাসিগণ! অদ্য এই শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে ক্ষোভ করো না, মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ কল্লে, সকলই সত্য, আর এই যে ভূপতিত কুমার কুমারীকে দেখচ এঁরা পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ যুবক যুবতী পরস্পর প্রণয়ানুরাগে বাহজ্ঞানশূন্য হয়ে সমীপস্থ দুর্ব্বাসা মুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা না করায়, ঋষিশাপে মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। অদ্য ইঁহাদেরও শাপান্ত হলো। এক্ষণে তোমরা সকলে রাজনন্দিনী শশিকলাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠান করে, সমারোহপূর্ব্বক বর্ত্তমান গান্ধারাধিপতির পুত্রের সহিত বিবাহ দাও। তাহা হইলেই সকল দিক্ বজায় থাকবে।

মন্ত্রী। এই ত সকলই অবগত হওয়া গেল, এখন এঁদের তিন জনের মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আর তিনখানা যান শীঘ্র আনয়ন কর।

(নেপথ্যে মৃতবাদ্য)

মন্ত্রী। (ধূমকেতুর দূতের প্রতি) মহাশয়! এই ত দেখলেন, আর এখন কি করা যেতে পারে? মৃতদেহ রাজশিবিরে প্রেরণ করা কি কর্ত্তব্য?

দূত। তার আবশ্যক কি? যখন আমি স্বচক্ষে এ দুর্ঘটনা দেখলেম, তখন আপনার আর কি অপরাধ।

মন্ত্রী। মহাশয়! তবে রাজসন্নিধানে এই শোচনীয় ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন গে। সিন্ধুদেশ ত একেবারে উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হলো! আর আপনাকে অধিক কি বলব। এখন চলুন। (অরুন্ধতীর প্রতি) আপনি, রাজনন্দিনী আর কাঞ্চনমালাকে আপনার আশ্রমে লয়ে শান্ত করুন। উঃ—! ও রাজপুরী অদ্য শ্মশানস্বরূপ হয়েচে! ওতে প্রবেশ কত্তে কার প্রাণ চায়? বৃদ্ধ মহারাজ যে ইত্যগ্রে কালের গ্রাসে পড়েছেন, সে তাঁর পরম সৌভাগ্য! এ পাপ মায়াকানন যত দিন থাকবে, তত দিন সকলেই এ বিষম দুর্ঘটনা বিস্মৃত হবেন না। অহো! কি ভয়ানক মায়াকানন!!

যবনিকা পতন।